প্রকাশক
অসীম দাস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

যতদূর মনে পড়ছে উনিশশো বাহাত্তর থেকে 'যেমন উদ্ভিদ'-এর কবিতাগুলি লেখা। আটাত্তর পর্যন্ত। এ-সময়ে লেখা আরো ঢের কবিতা নানা পত্র-পত্রিকায় এখনো ছড়িয়ে আছে।

এই দশকের গোড়া থেকেই আমি স্বদেশ-বিদেশে বহু অঞ্চলে যাবার সুযোগ পাই। পর্বতমালা ও সমুদ্র, নাবা শ্যামলতা ও রুক্ষ ঊষরতা, চা-বাগান, কয়লা খনি, শিল্পনগরী, পরিবর্তমান গ্রাম ও শহর দেখলাম। কত প্রাচীন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়ালাম—আবার মানুষের সব চেয়ে নবীনতম সৃষ্টিসাধন'ও দেখলাম। সাক্ষী রইলাম ইতিহাসের কত আনন্দময়, মহান, ট্র্যাজিক, বিষণ্ণ ও দুঃখী মুহূর্তের। সর্বোপরি দেখলাম মানুষকে। প্রাণশক্তিতে যেমন উদ্ভিদ। ঊষরতা, দাবদাহ এমনকি নিড়ানি বা বুলডোজার'ও যাকে মুছে দিতে চায়, তবু অনিবার্য নিয়মে একটু বৃষ্টিপাতে, একটু সহযোগী ঋতুর স্পর্শে ফিরে আসে সেই লেলিহান সবুজ। অমর মৃত্যুঞ্জয়। তেমনি মানুষও তার সৃষ্টি নিয়ে, তার মহামহিম অস্তিত্ব নিয়ে, তার প্রেম, তার সন্তান, তার শ্রম, শিল্প ও মনীষা নিয়ে।

কবিতা লেখার জগৎ ছেড়ে যেতে-যেতেও এই-যে বারবার ফিরে আসা, তার কারণ, সম্ভবত এই কবিতাগুলিও যে আমার এক ধরনের নিজস্ব দিনলিপির আনন্দ বেদনা ও বিষাদ, বিশেষত যে বিষাদেরই অকৃতার্থ কেলাসিত রূপ।

আজ বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত নেই। এ-বই তাঁর হাতে দিতে না পারায় দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার বন্ধুভাগ্য তো কম নয়। 'যেমন উদ্ভিদ' প্রকাশের ব্যাপারে বন্ধু বিভাস ভট্টাচার্য ও অশোক ভট্টাচার্য যথেষ্ট করেছেন। বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাঁরা অবশ্য আমার ধন্যবাদের অপেক্ষা করেন না।

জুন, ১৯৭৯ — তরুণ সান্যাল

সূচীপত্র

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

নিয়তি

সে আমার কাছে সমুদ্রের পাশে একা বসে থাকা অন্ধকার,
যেন জ্যোৎস্না টেনে ধরবে ফুলে-কেঁপে রক্তের নিয়তি—
আমি কি এদেরই মতো, হে আমার বুকে স্রোতস্বতী
ঘুমাও, যেমন রুগ্ন জননীর কোলে শিশু
কবিদের বুকে অহঙ্কার

যেন সমুদ্রের বুকে জ্যোৎস্না নেমেছিল, চাঁদ ঘুম-ঘুম বিভোর,
ভরা এক বিষাদের স্মিত ম্লান হাসি তারই জ্যোতি
না, আমার দুঃখ যায় নি,
না, আমার আপন উৎসার
কেবল আমারই মধ্যে প্রবল ঢেউয়ের দৌড়ে ভেঙে যাওয়া
বিনতি মিনতি

ক্রোধ নিয়ে যেন সূর্য, উদয়ে তামাটে লাল মুখ
আমার সে স্বর্ণথালা প্রয়োজন নেই
নেই চাটের হৃৎপিণ্ড জবা, আয়োজন, দাবি,
মাটিতে ঠেকাতে চুমা ঠোঁটের তলায় এসে রমণী বিশদ করে বুক
স্তনের উপরে চন্দ্র, ঠোঁটের উপরে ঢেউ
বালুর চিকনে ঘূর্ণি নাভি
আমি হাঁটু গেড়ে বসি, বাহুর উপরে নোনা আছাড়
জোয়ার-নামা ভাটি
শুধু, বিষাদিত তিক্ত অফুরান বাঁচার আমার হত্যা
রমণী না মাটি?

শেষ সাঁকো ভেঙে যেতে

কবিতা সে কার নাম, কি জানি যা নন্দনতাত্ত্বিক
নানা ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু শিয়রে খড়্গের শাদা শান
যার জানা, সেই জানে শব্দপাত একান্ত আপন
শহীদান, কবিতাকে বুকে পাওয়া, এমন-কি ছেড়ে যেতে
শেষ সাঁকো ভেঙে যাওয়া
কবিতা বা অ-কবিতা এমন সময় আসে
যখন প্রবল রোষে ভস্মসার শস্যস্বাদ সকলই সমান।

মাটিতে যে-বীজ পড়ে সবই তারা অঙ্কুর জাগায়?
এমন-কি পুষ্ট যারা তারাও কি ফসলে সফল? দানা দিতে?
যেমন মাঠের কাদা, খরা বন্যা বৃষ্টিপাতে, অনাহারা, চাষার দাওয়ায়
দিনরাত্রি প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিও একই,
তুমি কে কবিতা, তুমি ঘুম ভাঙাবে
লাঙলের কোলে শুয়ে মাটির নিভৃতে?

কবিতা কেবলই মৃত্যু, আমার নিজস্ব মৃত্যু, আমারই একার
কবিতা কেবলই জন্ম, আমার একার, কিন্তু আরো অনেকের
গোপন নিজস্ব বৃক্ষ ঝরে গেলে একা আমি বিষাদিত
কলরবে চলে যায় ফুলকুড়ানিরা, ফল সঞ্চয়ের বালকেরা
বহু অলেখার
কাহিনী ছড়িয়ে যায় ধুলোয় পায়ের চিহ্নে
বিস্মরণ এসে অকৃতার্থ দুটি চোখ মুছে দিতে দিতে বলে,
হতভাগা, আর বড়ো আদরে আমাকে ডেকে নেয়।

মৃত্যুকে হঠাৎ দেখলে

কোন্ অন্তরালে ছিলে, হঠাৎ বনের পথে দেখা-হওয়া
ডালে এক-পা বাঁকা ঘাড় উদাস ময়ূর,
হাতের বন্দুকে হাত শক্ত হয়ে যায়, স্নায়ু ঠাণ্ডা হয়ে যায়
না, তুমি বাঘের দাঁতে ছুরি নও, হলুদ বিদ্যুৎ-লাফ নও,
অথবা আলের পথে হঠাৎ ছোবল নও, তুমি শান্ত
এমন দুপুরে, এই ঠাণ্ডা রৌদ্রে বড় একা,
বড় একা রয়েছ প্রতীক্ষা
বড় মহিমায় নির্জন হে নীল

অনেক জলার কাদা, কাশ-বনের শোঁয়া এই জুতোয়-জামায়
এমন-কি রমণীর জঙ্ঘায় গোপনে শুয়ে যাওয়া হয়ে
বাঘের সম্মুখে হাঁটু ভেঙে বসা উদ্যত রাইফেল
...মনে হয় এ সব আমার জন্যে ছিল না, কেবল ছিল
বনে হেঁটে চলতে কোনো ডালে এক-পা উদাস তোমাকে আবিষ্কার

তুমি স্থির বসে থাকো কেমন বুকের মধ্যে
থাবা হয়ে মাংস-দাবিদার হিংস্র চিন্তা,
তুমি স্থির নীল তমসার মতো পাহাড়ী প্রলয় থেকে উঠে আসা
পুঞ্জ শ্যামলের রোমে দেওদার বিষাদে বড় একা,

আমি কি জানতাম খুঁজতে-খুঁজতে কাকে যেন
হঠাৎ নরম রৌদ্রে নীলিমায় কখন উদাস
দেখতে পাবো বাঁকা ঘাড়
ডালে এক-পা প্রতীক্ষায় আমার ময়ূর ।

তরুণ বয়সে কবি

তরুণ বয়সে কবি মৃত্যু নিয়ে বড় বেশি আচ্ছন্ন থাকে
দেখে, ফুল ফুটে উঠলে কী মরণে নাচে মুগ্ধ পরাগকেশর
বুঝি তার মনে হয় চরাচরে আকাশে নীলের মধ্যে ক্ষত হয়ে সূর্য রক্ত চাখে
যেন সমুদ্রের হা হা মাটিকে আঁচড়ায় মাটি ধুয়ে নেয় বন্যা বৃষ্টি ঝড়

সে বয়স পার হয় কবি, দেখে ফুল থেকে বীজে উন্মোচন
দেখে তরুণীর চোখে বিদ্যুৎ চকিত মেঘ, দেখে ঠোঁটে ঘুম যায়
প্রত্ন অঙ্কুরের টানে সসাগরা নিসর্গের ছায়া,
দেখে প্রতি বন্যাশেষে মৃতের করোটি ঢেকে পলি আর শস্যে উত্তরণ

কবি জানে এই-ই পথে হাঁটতে হয় ; উৎসারণে হেঁটে যাওয়া
সব মানুষেরই মতো কবিরও প্রত্যাশা

কেমন আলোর দিকে বারান্দার বন্দী টবে উদ্ভিদেরা হাত বাড়াতে থাকে
কেমন মাটির বুকে, নাকি রমণীর পায়ে হাঁটু ভেঙে বসেছে পুরুষ
যার চাষী অন্য নাম
কেমন যন্ত্রের স্নিগ্ধ বর্তুলে শ্রমিক হাত রাখে
এবং শ্রমের স্পর্শে মনীষায় মমতায় মানুষেরই চন্দ্রাতপ গড়ে ওঠা
—সংগীত কবিতা শিল্প সভ্যতা সংগ্রাম

তরুণ বয়সী কবি, নীচে পাগল নীল ঢেউ, ঊর্ধ্বে নীলে
গাঙশালিকের শাদা ডানায় কেবলই পড়ো বিষাদ ....বিষাদ
দেখ দেখ ঐ একা জীবন চলেছে, আহা জীবন জীবন, নীচে
কবর শ্মশান নিয়ে টেলিপ্রিন্টারের দাঁতে মৃত্যু লোফালুফি খেলে
সংবাদ সংবাদ ।

এ সব বুকের মধ্যে

এ সব বুকের মধ্যে, বুঝেছেন, বুক বলতে যা সচরাচর
অদৃশ্য খাঁচায় দুঃখ পোষা : কিন্তু উচ্চারণে বলেনা কিছুই,
অন্তত প্রকাশ্যে, যেন
বন্যা তথা হাজায় উৎখাত চাষী শব্দহীন চলে আসে যেখানে শহর
অথচ শব্দের বন্যা, বজ্রপাত, রমণী কণ্ঠের উলু, ঘিরে আছে অলক্ষ্য কবচে
এই বিদেশ বিভুঁই।

রুক্ষমাটি বাঁকুড়া বা অভ্রচূর্ণ পুরুলিয়া, এ সবতো দূর অস্ত্—দূরে,
চব্বিশ পরগনা কাছে, যার ভাই বেরাদরই কামোট খরিশ আর বাঘ,
তাও বোঝা যায়, কিন্তু যে শ্বাপদ, নাকি সাপ, কিংবা কীট
হাড় মাংস কুরে
যায়, যার ক্ষুধা নাম, ভদ্র নাম মহাজন, অথবা কুলাক।

বুঝেছেন, কারো বাস আমারো বুকের মধ্যে, তিনি বড় আপাত উদাস
নিজস্ব যা কাজ তাই করে যান, অর্থাৎ গেরিলা,
বলেন অবধ এক ইশতাহারে : বাঁচো বাঁচো অন্তত এবারো বাঁচো
আমরা তো পার হয়ে এসেছি এতটা সেই ছিয়াত্তর অথবা পঞ্চাশ,
এখন অরণ্যে আছি, সেখানে মানুষ যারা অর্জুন বা যাজ্ঞসেনী হতে পারে
তারাই ছড়িয়ে আছে ভাঙা বন্য কিংবা ছিন্ন ছিলা

চপল চেকার উঁকি, মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রসদনে নৃত্য, ভিক্টোরিয়া গাড়ির হল্লা
আরে ও জীবন নাও রঙ্গিলা রঙ্গিলা
ওদিকে সমুদ্রে বিষবাষ্প জমে ওঠে মৃত্যু, ওবাল নাড়িতে দীপ দিয়েছে পা মিয়া

এ সব বুকের মধ্যে কড়া নাড়ছে— দরজা খোলো, বিভাতে শরায়,
এবং শহরে কবি পদ্য লেখে মিষ্টি শব্দে, রমণীর গ্রীবা যার
ফিউডাল প্রণয়কক্ষো মধ্যযুগ, কনক, কনকবর্ণা প্রিয়া ॥

শব্দ

শব্দ নিয়ে পাশাখেলা, শব্দগুলি হাত বদলে যত্ন করে নেওয়া কল্পনায়—
স্তরে স্তরে পাতাগুলি কৃষ্ণাভ সবুজ কালচে এবং রক্তিম নানা রঙে
হঠাৎ প্রান্তর পার গ্রামান্তের গাছপালায় ঘনীভূত ছায়াচ্ছন্নতা'র থেকে
গুঁড়ি মেরে উঠে আসা চাঁদ

চমকে ওঠে সম্ভাবনা ঝিরঝির হাওয়ার পর দমকায় একটানে আনে
মাথার উপরে গুরুগুরু
শতরঞ্জ ছকে পাশা ঘুরে যায়, জয় কিংবা পরাজয়
নির্বাসন কুরুক্ষেত্র
অশ্বমেধ শান্তিপাঠ
পাণ্ডবের দারুণ স্খলন

এখন শব্দের হাতে নিশান ল্যাসোর ফাঁস
তেজির ঘোড়ার পিঠে ছুট—

বৃষ্টিতে মাটির পিণ্ড উল্টে দেওয়া লাঙলের পীড়নের নখে
সদ্যবোনা চারাধান যেমন ডানায় হাওয়া চায়,
শব্দগুলি প্রতিপক্ষ চোখের অব্যর্থ তাক
ঘুরন্ত আগুনে চাকা
পার হয়ে সার্কাসের বাঘ একা স্বপ্ন দেখে
অরণ্যে আদিম অগ্নি
অন্ধকার
বৃষ্টিধারা
শব্দের প্রথম জাগরণ।

যাই বলে ঘাড় ফিরিয়ে

যাই, বলে ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ তাকালে কেন,
রমণী নির্বাক তার স্খলিত আঁচল কাঁধে রাখে, সেও শুনেছে বিদায়

দ্যাখো দ্যাখো ঐ মেঘপুঞ্জ, ঐ ঘন অন্ধকার
সে কী কেশপাশ, সে কী মূর্চ্ছা, সে কী আজন্ম বয়সে সমারোহ,
যাই, বলে জটাচূড় জঙ্গল পাহাড় ঘেঁষে দেখে নিলে
অবেলা অস্নাত ক্লান্ত, তারই চোখে শান্ত সন্ধ্যাতারা ?

কেমন সমস্ত নদী শুয়ে আছে তোমারই বুকের পাশে বাঁক। ছুরি, আর
কেমন মানুষী হয়ে অমোঘ মৃত্যুর বাহু প্রতীক্ষায়
পা ছড়িয়ে বসেছে দাওয়ায়

একটি ফুল ফুটে উঠলে তুমি চোখে ধরেছ শিশির
দেখেছ ব্রহ্মাণ্ডে এক আশ্চর্য দোলনায় আছে
মাটি ঘাস জল পুনে তারই শিশু তোমারই আদল
তুমি জানো প্রত্যহ পাখির ডানা পরিক্রমণের শ্রান্তি বয়

যাই, বলে দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘবেলা জীবনপ্রতিমা খুলে ধরে

এই সব বড়ো রমণীয় দুঃখ এইসব আন্তর বিষাদ
প্রতি পদক্ষেপে ধূলি স্মৃতিময় রাখা
যাই বলে ঘাড় ফিরিয়ে যখন তাকালে, ঐ রমণী-যে
স্খলিত আঁচল কাঁধে তুলে নিয়ে শুনেছে বিদায়
সে কী দুঃখ হয়ে শব্দ, না কি কবিতার মতো শব্দের ভিতরে বাতায়ন ॥

দিল্লীতে নিহত হরিজন কিশোরীর জন্য

যেমন কিশোরী হয় স্কার্টের স্তবকে আভাময়
ঊষা সমাগমে তার যৌনতা মুদিত, যেন উন্মোচনে পাপড়ি
আর তেমন প্রহর তখনো হয়নি বলে বুঝিবা ফোটেনি,
কিন্তু হয়েছিলে মহিমার নিকট সুষমা, যেন
    ফুটি-ফুটি আভাস তখনো বনময়।

প্রজাপতিদের, কিংবা কোকিলের, নিন্দুক কাকের
আয়ত্তে আসোনি, তবু তুমি কিংবা তোমাদেরই
সমুদ্রবেলার দিকে দৌড়ে আসা আক্রমণ পরম্পরা ছিল
তুমি কি নিজেও জানতে হাজার বছর ধরে
    কারা ফাটা চাটালো পায়ের তলে কাদা ধরে
    জোয়ালে মোষের মতো করুণ দাড়ের রক্তরসে ইতিহাস ?

তুমি কি কখনো বুঝতে আর্য হূণ কুষাণ পাঠান কারা ছিল ?

অথচ তোমার রক্তে প্রাক-স্মরণ আর্কিটাইপের স্মৃতি
    যামলেতে ঝকমক দীঘল চোখ প্রতিমাভাসমান হয়ে
        ছুটে আসতো মশালে তামাটে রাত্রি দিগন্তে
            ঘোড়ার পায়ে, পরুষ দেহের চাপে
সসাগরা ভারতবর্ষের যোনি ভরে নিতো আক্রমণ বলাৎকার
                                        মৃত্যু ও মহিমা !

আমি নতজানু হই তোমার পায়ের কাছে
তোমার না-পাও ঠোঁটে অপরাজিতার দুর্নিকুঞ্জে
                                        দু-এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু,
    তিনটি সমুদ্র থেকে যত জল দৌড়ে আসে
ভারতবর্ষের দিকে তার নীল কষায় লবণে কিংবা ধাক্কায়
                                        মোছেনা রেখাগুলি

পিতামহ হিমবন্ত বয়ে শতধারা হয়ে
যত অশ্রু বহে যায় নদীর অশেষ খাতে
না ধোয় না, না ধুয়ে নেয় না, তুমি যেখানে শুয়েছ
হে ত্রিকোণ মুদিত যৌনতা, হে স্বদেশ

সব জয়ধ্বজ চিহ্ন, মিছিলে গর্জিত জয় পতাকার
উৎসব বিলাস
তুমি কি নিজেও জানতে কেমন প্রবল ফাঁপা
খড়ের কাঠামো ঘিরে কাদায় প্রাণিত মূর্তি
প্রতিমা পূজার রেনেশাঁস।

সে

নিশ্চিত সে পিছু নিয়েছে না-ঘুরেও আড়চোখে দেখতে চাই,
সে-ও জানে আমি তার একান্ত নিকটে—
এবং দু-জনে জানি সূর্যদেব যথা নিয়মে উদিত হচ্ছেন, ওঁরও অস্ত হয়,
অথচ আমরা আছি অদৃশ্য ঘেরে

না আমার কিংবা তার কোনো মুক্তি নাই

আরে মুক্তি
ঐ ছুটে আসে শান্ত বাহিনীবাহিত অশ্ব, হ্রেষাধ্বনি ফেনপুঞ্জ
ঢেউ হানে জলোচ্ছল তটে
পলি পড়ে পলি নামে
চড়া পড়ে চড়া ভাঙে
খাত বদলে চেরাছিন্না দিগ্বিদিশাহারে ধায় কোমল উচ্ছলায়
নদী খলখলায় যেন কখনো এগোনো জয়
কখনো ভাটার পরাজয়

ঐ সে আমার পাশে ঘাড়ে পড়ছে তারই উষ্ণ বাষ্প ও নিঃশ্বাস
যেন দেখছি তারই অক্ষিপটে
উষার ঈষৎ লাল, সে কি ক্রোধ, জাগরণ, নাকি সে-ও
আমারি মতন সঙ্গী করে হাঁটে
বিশ্বাসরহিত অন্ধ ভয় ?

আমি আদিম রক্ত, সে-ও একই সাধ ও আহ্লাদ নিয়ে
পথ হাঁটে একই নদীজল ভরে শরীরের ঘটে,
কানে শুনছি কেবলই আমার মধ্যে জল নড়ছে, রক্ত ঝরছে,
আয়ু সরছে বিস্তৃত ছায়ায় বাঁকা, ঘড়ি চলছে অভ্রান্ত টিকটিক
আমার মধ্যেই আমি হয়ে উঠছি উন্মত্ত প্রলয়

ঘুম ভেঙে জাগরণ ? নাকি জাগরণ ঘুমে ? চতুর্দিকে আমাদের
চেনা পৃথিবীর
ঋতুভেদ পেতে দেয় নরম গালিচা, তাকে গুটোয় বা তুলে রাখে
ফের পাতে, পাছে
আমারি পায়ের তলে কাঁকর না কাঁটা বেঁধে
অলক্ষ্য সম্ভ্রমে আমি দৈত্য না দেবতা, তাই
আমার শিবির
উপরে উষাও নীলে চন্দ্রাতপ, নীচে রুলরোলে ঐ সমুদ্রের মন্দুরায়
ঘোড়া, কিংবা উদ্ভিদ উচ্ছ্রিত, গাছে গাছে
আমারি আশ্রয় ফুল ফল শস্য, কিংবা মূল মাটির নির্জনে হয়ে বীজাঙ্ক তিমির,

ভয় ও আনন্দ যেন প্রেমের প্রথম স্পর্শ
সে কি মৃত্যু, নাকি বোধ
যার পায়ে নিরবধি আমার জীবন পড়ে আছে ॥

জানা হয় না

হাওয়া খুলি ওলোট পালোট পাতা খুদি এই মাঠ, নাকি বুক.
মনে হয় না করতল রুদ্রাক্ষ ধরেছে, মধ্যে পড়েছে কি কাঁটা ছাপ তারি ?
গোরু ঠেলে তোলে ভাঙা সড়কে নাবাল থেকে পলিটানা গাড়ি
কপাল না নয়ানজুলিতে ঘাম, কাঁটা না রোমাঞ্চ হানে ঝড়ের চাবুক !
অথচ এমনি হাওয়া কেউ জানে হয়ে যাবে আর্দ্র ছোঁয়া অজস্র দ্রোণফুলে.
স্তবক ডাঁকের সিঁড়ি ভেঙে খুলবে পাপড়ি, এই খুলি হবে আপ্লুত জরায়ু
বীজ ধারণের দায়ে, ঝরা পাতা পচে উঠবে, মুহূর্তের পুষ্পবতী আয়ু
ঝরে যাবে, হে অক্লান্ত বৃষ্টিপাত, অপেক্ষায় বসে আছি মূর্ছিত বকুল তরুমূলে

মাঝে মধ্যে মনে হয় খাঁচা, আর খাঁচার মধ্যেই রয়ে যায় এই খাঁচা.
মাঝে মধ্যে মনে হয় মাটির মধ্যেই আছি আমিও মাটির মধ্যে মাটি,
শস্য কিংবা শিশু, চাঁদ অথবা রমণী, নদী জোয়ার জাগানো কিংবা ভাটি

আমি কি জেনেছি, নাকি জেনে যাবো, অন্তত মৃত্যুর আগে এই ছোট্ট খাঁচা
না ছিল না বন্দী দশা, না ছিল না অবরোধ, ছিল শুধু আশ্চর্য শরীর
যা জেনেছে ঝড়ের অতীত ঝড়, প্রেমেরও অতীত প্রেম,
হাতের তালুতে ছিল রুদ্রাক্ষ না পারদ অস্থির ?

এই স্বদেশের মতো

আমি তার বড়ো কাছাকাছি আছি, সে কি তার জানা ?
এই যে নিঃশ্বাস, এই স্পর্শবহ ত্বক, একে ধরা ছোঁয়া যায় ?
কেমন বুকের মধ্যে ধরা জলা হা হা করে, কে জেনেছে সে গরঠিকানা ?
অথবা কখন নদী ভেঙে পড়েছিল ঢেউয়ে, না কী নারী, নিষ্ঠুর ভাঙায় !

কেমন আকাশ ছোঁয় দিগন্তকে, অথচ কি ছোঁয় ?
কেমন সমুদ্র ওঠে আকাশের দিকে, সে কি ওঠে ?
আপাত দৃশ্যের ভ্রমে সব মিথ্যা মাধুরীর রঙে বড়ো সত্য মনে হয়
যেমন জেনেছি প্রেম রমণী পাবার মধ্যে চুম্বন মন্থনে ফাটা ঠোঁটে ।

দ্যাখো, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে, যেন চাষী লাঙলের পিছে, ঐ নুয়েছে
আকাশ
ওকে বড়ো সুখ বলে, অমন সুখের জন্যে আমিও পুরুষ যাই রমণীর কাছে,
দ্যাখো, এই বননীলা বৃষ্টিতে প্রথম বাষ্প ফেটে ওঠে ঘন মহিমার মতো,
বলো তাকে উদাস নিঃশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস
বড়ো কাছাকাছি থাকি, যেমন শালের ডাল ছুঁয়ে যায় সেগুনের গাছে
সে কি তবু ছোঁয়া নাকি, কি জানি, আমার নারী অফুরান মাটি
এই স্বদেশের মতো, তার মেঘে কেশপাশ
ছড়িয়ে দাঁড়ালে জানি মৃত্তিকা আমার কাছে আমারি রমণী হয়ে আছে ॥

ক্ষমা

আমি কি আমারি কাছে ক্ষমা চাইছি
মাঝেমধ্যে মনে হয় ক্ষমাই অস্তিত্ব আর বাঁচা
    কেমন বৃষ্টির দাঁতে খেলতে খেলতে বেড়ে ওঠা
    কেমন রোদ্দুরের হাতে হাসতে চলতে ফুল ফোটা
    এবং কেমন আয়-আয় ডাকা অমৃতের নীড়ে
        জীবন নামের মাপা চৌহদ্দির খাঁচা

এমনি করেই নারী খুলে ধরে বুকের চিকন
এমনি করেই একা আমার বিষাদ আর আগুন
এমনি করেই ঋতু বারোমাস ও জীবন, ও প্রিয় জীবন
    হাওয়ায় নোয়ানো ডাল কলাপাতা পায়ে দলা বন

হাঁটু ভেঙে বসি, প্রভু, নাও নাও,
    আর বসে থাকা কেন প্রতীক্ষায়
    এই মাংস মজ্জা অস্থি আমারি অস্তিত্ব আর
                বিষাদ প্রণামী

চোখ ভরে আসে জলে, কবিতা কি এরই অন্ধকার ?
সুদূর তারার দিকে আকাশ মাথায় নিয়ে হাঁটা ?

না আমার জানা হয় না, না প্রভু জানাই হয় না
কেবল মাথায় ঘেরা বিষে থাকে পুরস্কার
        ফণিমনসা বা বাবলার কাঁটা।

হে উদ্ভিদ

বালক বয়সে সবই বড়ো বেশি রহস্য-নিবিড় মনে হয়,
সব নদী বহে যায় গ্রাম ছুঁয়ে ঢেউয়ের ঝিলমিল হয়ে সমুদ্রের দিকে,
মাঠের ওপারে ঘন গাছপালা ঢেকে বৃষ্টি ঝাপসা পর্দা, মনে হয় ঐ পাড়ে
যেমন দিগন্ত নামে তেমনি মেঘেরা উঠে আসে
আম জারুলের ডাল ধুলোয় বকুলগন্ধ ছুঁয়ে,
ঘুঘু বড়ো করুণ উদাসে ডাকে আলস্য-দুপুরে
ইচ্ছাগুলি দীর্ঘবেলা কেবলই দূরের পথ হাঁটে

দেখছি সে প্রান্তর কই কান্তার বিপুল নয়, আর দ্রুত পায়ে
গ্রামগুলি উঠে যায় শহরের দিকে, কিংবা শহর নিজেই চলে আসে,
ছনে ছাওয়া বাংলা বাড়ি কংক্রিটে বিকট হয়
নদী শুকিয়ে শুয়ে থাকে পাঁকে ও চরায় বুক চাপা

কেউ আদিগন্ত সোনা ফসলে খেলাবে বলে করতলে প্রাণ, আর
বাকি ধরেছিল তার ঝাণ্ডায় জীবন
কেউ মানুষের মুখে জন্তু দাগ মুছে দিতে হেঁটেছিল উল্কা হয়ে
আরো বহু মানুষের সাথে,
বীজ ফাটে, অঙ্কুর ছড়ায় ডানা, কাণ্ডশাখাপুঞ্জপাতা মহীরুহ
নুয়ে আছে মানুষের কাছে আশীর্বাদ
নাকি করুণার দায়ে বিষাদে সে কিছু দেয় হাতে



হে উদ্ভিদ বীজপুঞ্জ, ওষধি ও বনস্পতি
হে বড়ো সবুজ, থাকো নির্মম নিয়তি হয়ে গোপন উৎসের জলপাত্র
আমি তোমাদের কাছে বসেছি আবার
নাকি রমণীর পায়ে বসেছি উদাস পরাজিত,
এই সেই ধনুর্বাণ, এই সেই বুকের ভিতরে খ্যাপা
নিঃশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ ও তাপ

প্রতিদিনই অভ্যাসবশত এই শব্দগুলি, তীব্র শব্দগুলি
রেখে যাই কার জন্যে সূর্যাস্ত বেলার রঙে, বালকবয়সী ইচ্ছা
আস্তর উঠিয়ে উঁচা, স্মৃতিস্তরপরম্পরা খুলি ।

দুঃখ যে যে জানে

কেবল দুঃখই নেই, অন্য কিছু আছে। হয় একসময় কলকাতাও গ্রাম,
যেমন প্রথম বর্ষা ছুঁলেই সবুজ হয় ঘাস এই দুর্ভাগা শহরে,
এমনকী পূর্ণিমা এলে অত্যন্ত মায়াবী হয় ময়দানের মধ্যে রুগ্ন চাঁদ
অবাক না হতে হতে কড়া পড়া মন কেন হঠাৎ বিস্ময় মানে
কৃষ্ণচূড়া ফুটে উঠলে পরে

এমনকী নিজের শিশু পলির স্পোর্টস-এর দৌড়ে জিতে আনলে ট্রফি
দেখেছি অনেক রাতে জানলার গরাদে হাত গুণ গুণ সুরের মধ্যে
বুক চাপা কলকাতা হয় আমারই ধমনী।
দূরে ট্রেনে বাঁশি বাজে, ঘামের প্রলয়ে শিশু পাশ ফিরছে
এমনি রাতে দুঃখী হতে কবি
ভুলে যায়, সংশপ্তক রাতের তিমিরে যেন বেড়ে উঠছে
টক্ টক্ ক্লকের শব্দে স্রোত ঠেলছে রমণী, ধমনী

কেবল দুঃখই নেই, অথবা নির্বাধ সুখ—তাও নেই, আছে
রহস্য যা জানা হয় না, জানা যায় না। কেবল বুকের মধ্যে কারা
ফুল ফোটায়, বাস ছোটায়, যেন কোন অনামা অলোক এক গাছে
ভিনদেশী পাখিটি ব'সে, উড়ে যায় কোন এক দূরের আকাশে

দুঃখ কী কেবলই দুঃখ? মানুষ সে সব জানে। সুখ কী কেবলি সুখ
মানুষী সে সব জানে।
এসব জানতেই এই একটা জীবন যেন দিনমান, এক সময় সন্ধ্যা
বড়ো ঘোর হয়ে আসে।

বজ্রমানিকের মালা

অবশেষে বজ্রমানিকের মালা, সারারাত আলুথালু ঝাঁকড়া ডালে ডাল,
কারো চিরুনির ছোঁয়া রুক্ষচুলে কতকাল পড়েনি মাথায়
গ্রাম ভেঙে উঠে গেছে বড় সড়কের দিকে ঘরকন্না পাতার জাঙ্গাল.
এখন কলাড় ঝোপ, একা বট,—আর মানুষের কিছু নামধাম
লেখা আছে জে. এল. আর. ও. বাবুর খাতায়।
ধীরে গ্রাম জনপদ ভাঙে, ভিটা ভগ্নস্তূপ, মানুষ কোথায় চলে যায়.
রুক্ষডাঙা চেটে নেয় বৃষ্টি, তক্ষকের বাসা ঘেরা ভাঁটিবন,
শিশু ও নারীর কণ্ঠস্বর যেই মুছে যায়,
হাওয়া এসে জন্তু, কীট, বৃক্ষকে কাঁদায়
বজ্র এসে বৃষ্টির ফোঁটায় গাঁথে বিদ্যুতের দাহে
গজমোতি মুক্তা, বুনো ঘাসে কার আবরণ।

এইখানে মানুষের বসবাস ছিল, কিন্তু মানুষেরা কোথায় অধুনা
প্লাটফর্মে বা কুলি লাইনে ফাঁকা হাতে ঘুরে যায় তাদের সন্ততি
কোথায় রাস্তার বাঁকে কাঠকুটো জড়ো করা, নাকি বুকে টুকরো স্মৃতি
জ্বেলে দেয় তিন ইঁটে আগুন—
এবং কথায় ধোঁয়া মনে রাখে সাঁজাল, যা হোক না গরীব, তবু
সন্ধ্যায় পিদিম, ধুপধুনা,

বজ্রমানিকের মালা বুকের উপরে দোলে, মাঠে বনে
শুকনো শহরের বুকে মানুষ বিপুল মেঘে জানতে চায় শস্যের সম্মতি
নাকি সে দারুন দাহ! রক্ত থেকে ঝরে যায় জীবনের স্বাদময় নুন!

সভা শেষে

অনেক কিছুই এই বিদায় বেলায় বলা হয় না।
    তবু চতুর্দিকে কেবলই বিদায়,
কেবলই বিদায়বেলা ?   কেবলই বিদায় ? সারাবেলা
রোদের উপরে ঘন কুয়াশার সর
    নাকি কুয়াশারই আলোয়ান রোদ
এমন শহর হতে হতে থেমে যাওয়া গ্রামে
    কোথাও ঢেঁকির শব্দ বড়ই সুদূর হয়ে যায়
এসো হে বিদায় এসো চেনা ও অচেনা মুখে
সভা জমানো লাল নীল কাগজে ফুলের কার্নিভালে
    শব্দ সাজানোর খেলায়, মেলায়

মাঠ ভেঙে উঁচু রাস্তা থেকে নেমে দ্রুত চলে যাচ্ছো। কেউ গ্রামে
        যাও হে বিদায়
বিদায় বক্তৃতা শুনতে শুনতে হাই চাপছো যারা,
        বিদায় বিদায়
যে ডাঁসা যুবতী রক্তচ্ছুসিত দু-গাল, মালা পরিয়েছ,
        বিদায় বিদায়

বিদায় বন্ধুরা আমি ছিলাম, অথচ আমি
    আজ থেকে কেউ নই আর
বিদায় বন্ধুরা, আমি রয়েছি, অথচ আমি
    কাল থেকে কেউ নই আর
বিদায় বন্ধুরা, আমি রইব, অথচ আমি
    তোমাদের কেউ নই আর
ফুল ধূপগন্ধ শঙ্খ কপালে চন্দন রেখা
চলে যাচ্ছে চলে যায় আহার সমূহ সম্প্রদানে,
    বন্ধুগণ এক জন্ম নামে এক মৃত স্মৃতি
        উড়ে ঝরে যায় এই শীতের হাওয়ায়।

নিজস্ব বিপ্লব

ভ্রূভঙ্গি বালুর বুকে অথবা জলের ঘূর্ণি
এভাবেই ক্রমাগত নিজস্ব বিপ্লব আবিষ্কার
নিরবধি তুমি আলো চূর্ণ হাতে ভস্মসাৎ জনপদে
আলো, রয়ে যাও, শত উত্থানপতনে শ্যামলিমা
লতায় পাতায় ঘন জটিল রেখায় অন্ধকার

আমি পাশে শুনতে পাই নিঃশ্বাস তোমার
শুক্ল রাতে বেয়ে যাই অতি একা নৌকার সওয়ারি
এই নদীধারা হয়ে বুকের ভেতরে আলো
আজন্ম মাধুর্য তুমি চুম্বনপ্রোথিত ওষ্ঠে নারী
এবং তোমারই কেশগন্ধে বেলা চলে যায়, বেলা বহে গেল
তোমারই অশ্রুর ছন্দে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত-সময়
ঢেউয়ের মাথায় ঝিকিমিকি
প্রবাহ-প্রলয়বহ এ জীবন চরাচরে নদী
নক্সিকাঁথা-জলচুড়ি প্রবল উজানে এই পাড়ি

আমি যত বৈঠায়-বা দাঁড়ে হাত, গুণে কাঁধ
কিংবা যত পালে রশি টানি, জানি
বাঁক থেকে বাঁকে চলে যেতে মৃত্যু
...বিদায় ফুলের বীথি, কাটা ঠোঁটে চূর্ণ পোড়া কাঠ
বাঁক থেকে বাঁকে চলে যেতে শিশু
হাঁটি-হাঁটি পা, চলেছে ঘর বাইরে, শস্য-স্বাগতম

ভ্রূ-ভঙ্গি বালুর বুকে, ঘূর্ণি নেমে গেলে,
সে আমারই নিজস্ব বিপ্লব ।

জীবন যাহার নাম

মাঝে মধ্যে অন্ধকার, আলোর ঝলক, ফের অন্ধকার, কচিৎ বিদ্যুৎ
কেবল জলের শব্দ ছল-ছল ছল-ছল, ছইয়ে দোদুল লণ্ঠনে
কালো ঢেউয়ের ফেণায় হিংস্র ফণা
এইতো জীবন, ও-হে এইতো ক্রমশ চলা, দাঁড়ের প্রবল চাপে
উজানে এগোতে চাওয়া, অথবা ভাটিতে
স্রোতে বা পালের হাওয়া ধরার সান্ত্বনা

আমি ভালোবাসা প্রেম পাগলার মাথায় বেঁধে গোলুই, চলেছি
কখনো ভ্রূকুটিতল থেকে রুদ্র প্রত্যাসন্ন বৃষ্টিপাত
কিংবা মেঘ ছিঁড়ে বর্শা কাঁসারঙা হলুদ স্ফুরণে
শূন্যতার মস্তমাঠে এখানে ওখানে কারা ঘোঁট পাকায়
দল ভাঙে, দল গড়ে,
বজ্রে হেঁকে ওঠে ক্রোধ গুড় গুড় গুড়ুম
হঠাৎ যুবতী ভরাবুক পালে হাওয়া পড়ে আসে
চুপসে জরতী স্মৃতির শূন্যতায়

মাঝে মধ্যে অন্ধকার, আলোর ঝলক, ফের অন্ধকার, কচিৎ বিদ্যুৎ
অথচ আমার পাশে নারী সুখস্বপ্নে ঘুম যায় ভরসায়,
শিশু পুতুল খেলায়
নুন লকড়ি-বঁটি ও আনাজ
প্রতি দিবসের গ্লানি শ্রমের প্রহার শেষে অন্ন-ঘুম-জেগে ওঠা
আমার-তাদের দিনরাত
অথচ আমার অঙ্গপাশে বসে মৃত্যু জরা
আগুনে, মাটিতে ঘুমে, কীটের আহার
আমি এই জীবনমৃত্যুতে বল-বোতল-সসার
তাঁবুর সিলিঙ তারে
লুফতে ছুঁড়তে সার্কাসের রিঙে খেলা করি

স্পট লাইটের তীব্র জলে হয়ে উঠি হঠাৎ একাকী
রুদ্ধ নিঃশ্বাসের পর ফাঁকা হা হা বৈশাখের মাঠ
বড় বড় ফোঁটায় চড়বড় বৃষ্টি
দর্শকের সমূহ হাততালি

কেউ ভালোবাসা বলে, কেউ খ্যাতি, কেউ উপহাস
পেটু মানিতে খুশি কেউ

আমি শুধু বাঘের খাঁচায় খেলি
সাপের ফণায় নাচি
রক্তের মাদলে আমি বৃষ্টিশেষে জ্যোৎস্নায় অরণ্য হই
প্রথমে বাদলে আমি মাঠের ধনুকদেহ চাষীর হাতের পিঠে কাদা
তারপরো নৌকা দাঁড় পাল হাল গুণ ও গেরাপি
সংসার সংগ্রাম পুত্রকন্যাপত্নী উৎসব বিষাদ
আর এমনি বোবা ঢেউ, চোরা ঢেউ, চিকন ক্ষুধিত ঢেউ
চূর্ণ করে দলে যেতে, দেখতে দেখতে চলে যাই
গঞ্জ হাট
নদীতে উপুড় হয়ে হুমড়ি মঠ মন্দিরের মিনতি, নিয়তি.
দিনরাত্রি মানুষ ফসল শ্রম
নির্মাণ বিশ্রাম।

কেমন একাকী কলকাতায়

এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে পূর্ণ চোখে তাকালে, অনেক দিন পরে
মনে হলো টলে পড়ে যাবো,
পড়তে পড়তে মাটি কামড়ে ধরবে দু পা

দেখতে পাচ্ছি, কপালে হাওয়ায় নড়ছে দু-এক কুচি চুল
কলকাতার বৃষ্টিবেলা নতমুখ একাই পেরোও
অথচ এমনো হয় মাঝে মাঝে
চোখ আটকে যায় দেখলে মেঘ ছেঁড়া নীলে একা তারা,

মনে পড়ে ? মনে পড়ে যায় নাকি বিদ্যুৎ চমকে ঘন অন্ধকার গুহা,
গুহার দেয়াল বেয়ে টুপটাপ বয়স,
অসহায় পড়ে আছে পাথর, পলিত গুল্ম, ছাই, ঝরাপাতা
ট্রাফিকে সবুজ চোখ লাফ দেবার আগে
ট্রাফিকের বন্দী স্রোত ক্রুদ্ধ লালে ঝাঁপ দেবার আগে
বাস এর বৃংহণ, বৃাহে ট্যাক্সির চীঁ-চিঁহি, কিংবা
ট্রামের হিসহিসে ?

আমারো সময় ছিল, সে বড়ো দুঃখের ঋতু, সে বড়ো সুখের মাস,
রক্তের ঘোলায় চাঁদ ঝুঁকে নামতো
হিংস্র ঢেউগুলি তাকে ছিঁড়তো দাঁতে-নখে, চাঁদ অবহেলা,
বড়ো অবহেলা হয়ে শরীর রেখায় জল ঝরিয়ে আকাশে উঠে যেতো
মুখের উপরে ছায়া, এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা
ঝরে যেতো বকুলে পারুলে
ঘন অরণ্যের কোলে দো-পায়া পথের দাগ চলে গিয়েছিল
চলে গিয়েছিল
খাড়া পর্বতের উরুসন্ধির গোপনে বড়ো একা

এখন কেমন আছো কিন্নিও সঙ্গীতে শব্দপাতে
ঠাণ্ডা আলমারির বুনো আঙুর-গন্ধের ঘুমে
রেকর্ডের প্রতি বিট-এ পা মেলাতে পা মেলাতে
এমন একাকী কলকাতায়
অথচ এমনিই ছিলে ক-হাজার বছর আগেও
এমনি উদ্দাম চুল, জ্বলে উঠতো রেশমি শিখা পাতাল আগুন,
অথচ তখন ছিলে
শ্রমের খাটাখাটি দিয়ে বানানো শরীর কুঁদে
রেণু ও ঘামের গন্ধে রক্তিম আলস্য ভুলে ধরা।

এবং মহিমা, সেই লাবণ্য কেমন ছিল একা

আমার পায়ের নীচে বৃষ্টিভেজা কলকাতার
অপার দুঃখের রাস্তা
মনে হচ্ছে ঝরা পাতা, লতাগুল্ম, ছাই
মাড়িয়ে তোমার কাছে বা তোমার কাছ থেকে
কেবলই উদাস চলে যাওয়া

চাঁদ উঠলে দেহ মুচড়ে ওঠা লোনা সমুদ্রের গভীর আনচানে
বড়ো একা

কেমন অতীতবেলা মার্কারি আলোর তলে
বিদ্যুৎ ঝলকে জ্বলে ওঠে ॥

কথায় কথায়

আমারও আপন কথা

আমারও আপন কথা কিছু কিছু থাকে, বন্ধুগণ,
কেবল কথার কথা শুনতে শুনতে বেলা বয়ে যায়—
কেবল মুখের দিকে চেয়ে থাকি, যেন মুখ এসব সন্ধ্যায়
ছায়াময় আভাময়, কে জানে এসবই দীপ্তি কিনা, যাকে বলে থাকে
সবাই মনন।

তাহলে আমিও ঠিক কথার উপরে কথা সাজাবার প্রয়োজনে আর
সকল বক্তার মতো নিরবধি বুদ্বুদ ও ফেনপুঞ্জে স্রোতোধারা নই,
হয়তো অন্ত বৃত্ত থেকে এখানে এসেছি, দূর নীলিমার বিস্তারে অথৈ
আশ্লেষ ভুবনে নয় ফিরে যাই ভেঙে ভেঙে শব্দের পাহাড়।

এখন আমায় কিছু বলতে হয়, যা বলার থাকে
কখন একান্তে সবই শিশির ঝরার মতো ঝরে মুছে যায়,
অথচ অনেক যেন বলা হয়নি, তারা থাকে অপার বৈশাখে
ধূলির ঘূর্ণির পর শান্ত গোধূলির রাঙা ক-মুহূর্ত আসন্ন সন্ধ্যায়।

বন্ধুগণ, কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে বৈঠার আঘাত,
জল বাড়ছে, এই বুকে, শব্দের গভীর থেকে
উঠে আসে তন্দ্রাচ্ছন্ন চন্দ্রঘন রাত॥

কথা না কথায়

মাঝে মাঝে স্তব্ধ থাকি, যেমন মাঠের মধ্যে গাছ
কি-রৌদ্র কি-বৃষ্টি যত্ন দেখে, সহ্য করে, ফের দেখে,
কথা জ্বলে ওঠে আঁচ, শিখার ফণায় তার নাচ,
পাতা বা লতায় ঝরে নির্ঝরে বিদ্যুতে এঁকে বেঁকে।

কথা কিংবা না কথায়, থাকে হুঁকো বা লুকানো ধূপ—
বেলা যায়, আয়ু চলে—হে স্বদেশ, দিনরাত্রিগুলি
যথা লণ্ঠনের কাছে টিম্‌ টিম্‌ বা কখনো বারুদ
ঘোরায় ঘুর্‌ঘুর্‌ ঝরা পাতা, ভাঙা ডাল, উড়ু ধূলি !

প্রার্থনা, প্রার্থনা, হায় হাত, হায় নখরে নন্দিত
বিদ্যুৎবাহিনী স্রোত—মাটি আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত করে
গুলি খাওয়া বাঘ, যেন দাপায়, ছটফট করে হাঁকে

চলে যাব—তাও ভয়, আছি—তাও সঙ্কোচে স্পন্দিত
স্তব্ধ থাকা ভালো ভাবি, তবু কথা অন্তরে, অন্দরে,
ঘরে ঘরে লেলিহান, আপনার রক্তে নুন চাখে ॥

যা বলিনি

তোমাকে বলিনি আগে এতদিন বলিনি কিছুই
মাঝেমধ্যে বুকে ছিল বিদ্যুতে নিঃশব্দ আনাগোনা,
না ছিল বজ্রের ধ্বনি, না ছিল বৃষ্টির বেশি ধুঁই
অথচ জানাই ছিল, কি যন্ত্রণা, না বলা যন্ত্রণা ।
এসব সামান্য কথা, অসামান্যতায় তার চাবি—
বৃক্ষের উপরে বৃষ্টি ঝরে গেলে প্রথম বর্ষণে
সমস্ত প্রস্তুতিগুলি—বীজ, মাটি, কর্ষণের দাবি
কে জানে কতটা তার আশাময় সঘনগহনে ।

আমি যত্নে বুকে বয়ে প্রতীক প্রস্তরোপম গাছ—
দু একটি পাতায় আজো তড়িৎ চিকন শ্যামলিম,
কোনো জিহ্বা নেই, আছে দাউ দাউ বা দেহময় আঁচ
আর স্তব্ধ কাণ্ড শাখা পত্রময় বৃষ্টির ঝিমঝিম

তুমি বনে পা দিয়েছ, তোমার কুঠারে বজ্রফুল
ঝকমকায়, দেখতে পাই উদ্যত হাতলে বড়ো উশখুশ আঙুল।

অলোকদূরত্বে

অলোক দূরত্ব থাকে শ্যামপুঞ্জ যেন বনবীথি
দোলায় স্বপ্নের মধ্যে পাতালতা, যেন বনৌষধি
আকীর্ণ অন্নের মধ্যে, যেন মাটি রসময় নদী
খুলে ধরে, পঞ্চভূত, বিশেষত অপ মরুৎ ক্ষিতি
নিয়ে যায় যেখানে জীবন ক্রমে হয়ে ওঠা বীজপত্রে ছায়
বীজকে ফাটিয়ে, এই সূর্যময় বৃষ্টিময় সবুজ ভূগোলে,
শস্য রমণীর পায়ে ফুটেছে কল্কার পাড়ে সবুজ সোনায়
আমাদের স্বপ্নগুলি, আমাদের বুকের আগুন উসকে তোলে।

কোনো কোনো সম্ভাবনা ঘুমের নিবিড়ে থাকে একা বড়ো একা,
ওদিকে আরেক প্রান্তে জাগরণ যেন নদী ভরা পালে পাড়ি,
এই স্বপ্ন জাগরণ, এই দুইয়ে বেঁচে থাকা, বিবশ সরস,
যে ঘন নিঃশ্বাস ওঠে বুকের গভীর খাদে আরণ্য সুগন্ধে তার কাছে
শিশু ঢের বালিয়াড়ি ভেঙে গড়ে খেলাঘর, বা ঘরনী নারী
কখন বুকের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়ায়, রক্তে চমকে ওঠে তরুণ বয়স।

ভাটি ও উজানে

যদি, যদি যাই

যদি, যদি যাই, চলে যেতে হয় বলে,
যেতে যেতে ঘুরে দেখাই মুখের পাশ
আ মুখ আমার, ক-বছর দাবানলে
জলে পুড়ে হলো ত্রাস, মাঠে পোড়া ঘাস,
নাকি দুঃখের সোঁতায় মর্মঘাতী—
শাপলা শালুকে ফুটে থাকা শুয়ে থাকা—
আ রে ভালোবাসা, দুঃখী দিনের সাথী
মধ্য দুপুরে উদাসী ঘু-ঘু না কা-কা।

এমনি চলেছে বিষাদ বেলার ছুটি
দেখা হবে বলে না-চেনাজানার নখে
কেবলই বিদায় ছেঁড়া ফুলে কুটি কুটি
বাগানে ভ্রূকুটি ফুল ঝরানোর শোকে,
প্রধান অতিথি তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গ
কনুই ঠেলায় ভিড়ঠাস' কামরায়—
এমনি করেই দিন বদলের রঙ
এমনি করেই ভাঁজ কড়া চামড়ায়।

ধানের মাথায় রোদ হাসে, দোলে হাওয়া
পক্ষমুঠোয় তখনি কাস্তে বাঁক।
আহা রে আমার জোৎস্নায় গাথা পাওয়া
শরীরে থামা-না দিনের কঠিন চাকা।
বুক পেতে ধরি গোরুর গাড়ির দাগ
নাকি টানটান রেল লাইনের রূপা
হা প্রেম, দেখবে কোথায় অনুরাগ
হাঁটু ধরে আসে পাথরে হাঁটলে দু পা।

এসব বড়ই সরল কথার কথা,
কেউ শোনে কেউ না শুনে নোয়ায় ঘাড়—
মনে রাখে কেউ কোন কাড়ে বুনো লতা
স্তবক ফুটলে ঘোচে বিষাদের ভার ?
ফের দেখা হবে, দেখা হবে, সে কি ভুল
কি-জানি, আমিতো তেমন বিজ্ঞ নই
পায়ের তলায় ও-কি পিচ, ঘাস ফুল,
কি-হবে আর-বা আমাদেরি স্মৃতি বৈ ॥

পথরেখায়

ছিল তখনো উন্মোচন সাপের বাঁকা পথ-রেখার
কেমন ভাঙা সাঁকোর তলে কুটিল ফণা কালো তরল
না-খোলা মুখ পাপড়িগুলি অতর্কিত ফাটে যেমন
শব্দহীন দেখছি ছায়া দোলে হাওয়ায় দূর বটের
মাঝ মাঠের ফাঁকা আকাশ একা আমারই একা একার

তৃষ্ণ বীজপত্রে ছিল রোদের ঘ্রাণ মাটির স্বাদ
দ্যাখো কেমন বৃষ্টিহীন রুক্ষ মাঠে আঁকা আঁচড়
নখের খাঁজে বিষপাথর আঙুলগুলি টনটনায়
শুধু বাতাস দোলায় ঘাড় টিঁকে থাকার টিঁকে থাকার
সাপ না বাঁকা তরোয়ালের দু-ধারে ফাঁদ দু-ধারে খাদ

একা একার বড়ো একার এমন একা পথ চলায়
ঠোঁটে ধুলোর আদর আঁকা কপালে রেখা বাঁকা পথের
দ্যাখো কেমন বৃষ্টিহীন রুক্ষ মাঠ আমি এখন
কে যেন ছিল নারীর মতো, কারা-বা ছিল বড়ো কাছের
বলতে কথা আটকে যায় বাষ্পে বুক চাপা গলায় ॥

তোমার চোখে দেখা হলোনা হঠাৎ কেমন
হীরার দ্যুতি ঘনপত্রিন কয়লা খাদে
তোমার নখে খসে পড়েনি হঠাৎ তেমন
ক্লাসিক যুগের জ্যোৎস্নাপতন চাঁদের ছাদে

অথচ ঠিক কাব্যপড়ার হিসাবখাতায়
এমনি ছিল নানান ছবি সব পরতে
অথচ ঠিক প্রত্যুষই বনের মাথায়
রং ধরাচ্ছে রং ধরাচ্ছে শীত শরতে

এমন দ্যাখো শুকনো ঠোঁটের ফাটল ধুলোয়
কেমন যেন উদাস-উদাস মাঠের খাঁ খাঁ
দ্রুতগতির প্রবল ঝাঁকি শরীর দুলোয়
গড়িয়ে যাচ্ছে কোন অতলে গাড়ির চাকা

অনেকটা ঠাসবুনোন পানায় বেকুব মাঝি
যতই এগোই ততই বৃহৎ শ্যামল ফাঁদে
গভীর জলে আঁকড়ি বাড়ায় শ্যাওলা ঝাঁঝি
গোলুই ডোবা পাথার আমায় জাপটে বাঁধে।

দ্রুত চলে যায় শ্যামল শ্রীময় বৃক্ষরাজি
চোখের মধ্যে বুকের মধ্যে আর্তনাদে।

শব্দময়তায় সত্তা

বালক বেলায় ঘুমে জাগরণে হয়েছিলে কখনো নদীর
খাঁড়ি বা বকের পাখা কালো মেঘে, নাকি ঘাসফুল
এমনকি বিলের ধূ-ধূ হাওয়া খেলানো উধাও আকাশ,
কিন্তু দিন চলে যায়, রাত্রিগুলি চলে যায়, তুমি হলে
রমণীর মুখ, তার বিপদ বুকের খাঁজে সুখ।
সে ছিল বেদনাময় আনন্দের ঋতু যার পায়ে পা মিশিয়ে
ঢের মানুষের সঙ্গে বহুপথ হেঁটে হেঁটে একাকী উদাস থাকা যায়।

হে অশেষ বিষাদ আমার, ওহে রক্তমাংসে বৈশ্বানর
হে শীতল হিমবন্ত নগনদী ঝর্ণা উৎস সাগর-সঙ্গম

এখন যেখানে নদী
হৃদপিণ্ডে শোনাও রোল গঙ্গেচ যমুনা···
এখন যেখানে গাছ
ছায়া দিয়ে কুঠারকে সহ্য করতে শেখা
তৎ সবিতুঃ বর্ণ এক আবুক ইচ্ছার ভাষা
বাহুপাশে বাঁধা হয়ে পা মেলে বসেছ বড়ো কাছে

তুমি কোনো শক্তি নও, অথচ প্রবল শক্তি ধরো
হাজার বছর হয়ে একটি শব্দে পা ঠেকিয়ে
অন্য শব্দে পা ফেলে পা ফেলে চলে আসো
যেন অশরীরী হাল্কা, ঢেউয়ের উপরে ফেনা
দেবী প্রতিমার পটে পদ্মাসীনা অন্য পদ্মে পা রেখে বসেছো

তুমি কোনো মৃত্যু নও, তবু মৃত্যু
এমন কি জীবনও নও অথচ জীবন
তুমি কেন অমন অমোঘ পায়ে স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতি পার হয়ে যাও
সে কি শুধু চলে যাওয়া, শুধু যাওয়া
নদী নারী বৃক্ষ আর ওষধি উদ্ভিদে বীজায়নে
অকৃতার্থ উচ্চারণ থেকে অন্য উন্মোচনে
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষায় ? ।

বর্ণপরিচয়

সেন্টজেভিয়ার্সের সামনে টুলে বসা গোঁফ উর্দি ও নিষেধ
একটি-দুটি নীল বাস উড়ে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে
হাওয়ায় ক্যাম্পাসের হাল্কা গোলাপ বা ল্যাভেন্ডার, যুঁই,
এবং স্বর্গের ভাষা জলের উপরে জলপাতে
এরা মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ক্রুত স্যাচেল টিফিন বাক্সে
মায়েদের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে পরীদের শিশু
বাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও বায় হয়ে
ভারতের ভাবী শাসকেরা

সেন্টজেভিয়ার্সের অনেক বাইরে বুকে চেপে ভাঙা স্লেট, বর্ণপরিচয়
তালিমারা ঢিলা প্যান্ট, বুকের বোতামহীন শস্তা শার্ট ঠেলে ওঠা
পাঁজর কণ্ঠায় এক শিশু
এই সব দেবদূতদের দেখে
এই সব ভবিষ্যৎ প্রভু প্রভুপত্নীদের দেখে
চিনে নিচ্ছে বর্ণপরিচয়

প্রাসাদ ও বস্তি নিয়ে
প্রাচুর্য ও ক্ষুধা নিয়ে
সেন্টজেভিয়ার্সের ভিতরে বাইরে বয়ে যাচ্ছে একটাই কলকাতা

খোকা, তোর আরো ঢের মন দিয়ে বর্ণপরিচয় শেখা চাই
খোকা, তোর ভাঙা স্লেটে, আঁকাবাঁকা অক্ষরের চড়ে
মহাদেশ মহাসাগরের নক্সা
মহাবিশ্ব সৌরলোক,
ফসলে ও যন্ত্রে, পাখি, নদীর কাকলি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই

আমার তো চলে গেল ভরা দিন লাঙলের বাঁটে হাত রেখে
আমার তো বয়ে যায় ভরা বেলা যন্ত্রের পাঞ্জায় হাত রেখে
আমার তো পদপাতে পিচের গরম চুমা
অনাবৃষ্টি, উচ্ছেদ বা ছাঁটাই মিছিলে

খোকা, তোকে জানতে হবে
পৃথিবীটা বদলে দিতে কতখানি ধৈর্য পেতে হয়
খোকা, তোকে আমাদের সময়ের সমুদ্র মন্থন করে
কেশর বাঁহাতে ধরে বশ মানাতে হবে উচ্চৈঃশ্রবা।

না, কোনো আপিশ-ঘরে টাই-প্যান্টে জরদ্গব দম্ভ নয়
তোকে নিতে হবে এই সসাগরা ধরিত্রীর
কঠিন দায়িত্ব, শান্তি সমৃদ্ধির দায়

এখনি সময়, খোকা, ভালো করে শেখ
এখনি সময়, খোকা, ভালো করে চোখ মেলে দেখ
এখনি সময়, খোকা, তোর বর্ণপরিচয়ে
আমাদের স্বপ্ন, ভাবীকাল।

এখন আয়ত্তে শুধু

এখন আয়ত্তে শুধু এই ঢক ও লবণ। বর্শা তোলো তবে।
আমি হাঁটু ভেঙে বসেছি, কবচকুণ্ডল কাকী বলয় অঙ্গদ
আমার যৌবন কেন ঘিরে ছিলে? শিরস্ত্রাণ, চোখের পল্লবে
ইস্পাতের আচ্ছাদন, বর্মবৃন্তে ধাতব কবাটে অবরোধ
কেবলই দুর্গের ছবি?
না কী খাঁ খাঁ প্রান্তরের একাকী নাগ্রোধ
যেমন ঝড়ের মুখে, যেমন তাড়িত ঋতু চলাচলে পত্তনে প্রসবে?

বড় বেশি দেখে গেলাম বহু কিছু, এতো শুধু নিতান্ত অবোধ
বালকবেলার দৃশ্য নয়, এই শবদেহপুঞ্জিভূত জীবিত যা,
যাকে নিয়ে শোভাযাত্রা স্তবে ও উৎসবে।

বয়স, তোমার কাছে এখন আমার এই প্রার্থনা, হে প্রিয়,
আমি কোন বীর ছিলাম না।
বীরত্ব? সে এক জন্মে বহু জন্ম ধরার প্রয়াস
এবং আমারি হাতে বড় দীর্ঘকাল ছিল আমারি হত্যার শরাসন

এইতো বসেছি আমি হাঁটু ভেঙে, আঙুলের ফাঁকে গলে ঝরে যায়
আয়ু না পানীয়
যেমন রৌদ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের শেষে বৃষ্টিধারাপাতে ঘাস
কাটা মাঠে হেসে ওঠে—
এদেহ তোমারই জন্য পেতে রেখেছি অঘোর সন্ন্যাসে শবাসন।

যেমন উদ্ভিদ

কিছু আছে অন্তরালে প্রত্যাশাপীড়িত ক্ষুধা,
যেমন উদ্ভিদ ?
নাকি নাই ?
ওষধি ও বুনো গুল্ম ছেয়ে যায় শ্যাওলা-ধরা ভিতে ও গাঁথনিতে ।

রঙিন কাচের মধ্যে সূর্যালোক, বাগানে মার্বেল নারী,
ফোয়ারায় উচ্ছ্রিত হাসিতে ছিল অলোকযামিনী তারা
ভীরু পা জাগিয়ে কবে দেখেছিলাম, এখন খাঁ খাঁয় দেখছি
অনামা লতার ডৌলে নধর আল্পনা আঁকা
রেণু বৃষ্টি চুঁয়ে থাকা সবুজ দেয়াল ।

মনে পড়ছে, তাহলে কি আমারো বুকের মধ্যে বিষ ছিল
তক্ষক নিঃশ্বাসপাতে গোক্ষুর ফণায়
দ্রুত ছোবলে চলেছে চলচ্ছবি
নারীর চিবুক, পায়ে আলতায় পুরুষ বুক চিরে দেওয়া নখ
কিছু কি তাহলে আছে অন্তরালে, অন্ধকারে,
কে জানে, কি জানি
আমারো কি জানা ছিল মানুষ আগ্রাসী হয়ে
আবিশ্ব উদ্ভিদ তরুময় ?
বুকের গহন স্তরে অরণ্য জাগর থাকে ছায়াচ্ছন্নতায়,
থাকে পাথর, পাহাড়,
হরিণ বিদ্যুৎ লাফে উপত্যকা পার হয়,
ডিঙোয় ঝর্ণার সিঁড়ি
হয়তো বাঘের দাঁতে জয়ী হয় কিংবা হয় না,
মধ্যরাতে চাঁদের খিল খিল হাসি পাখির ডানায় হাসে
শিঙে তাকে বিঁধে নিয়ে বটের ঝালর ডাল ভিকুটি টুকি
হাঁ-মুখে খেলায়

কিছু অন্তরালে আছে প্রত্যাশাপীড়িত ক্ষুধা,
যেমন উদ্ভিদ ?   নাকি শাক ?
হঠাৎ দক্ষিণ থেকে ঝরা পাতা তাড়িয়ে দৌড়িয়ে আসে
বুনো ঘোর লবণ উৎসারে,
মাঠময় ঝরে রয় গুঁড়ো গুঁড়ো পাহাড়ের হাড়
মানুষ তা যদি বলে, কেবল নদীই জানে
পাথুরে দেয়াল ভাঙা শ্রম
পাখি জানে, হিমবাহ কেন সমতলে যায় কেন বহে যাওয়া
শিশুর টলমল হাঁটা থেকে ক্রমে যুবতীর পায়ের পাতার
মতো স্রোতে
যেমন উদ্ভিদ ।

ভিখারীর মতো বড়ো দুঃখী

মানুষকে চেনো, সেই মানুষেরই সঙ্গে চলে নদী
এমন কী কাঁটাগুল্ম পাথর বা পশু পায়ে পায়ে।
কেমন বীণার স্পন্দে অর্কিয়াস দশ দিক মুগ্ধ করে যায়—
পাথরে পড়েছে বীজ, ঢেউয়ের মাথায় বীজ
হাওয়ায় উড়াল হয়ে বীজ
পুরুষ চলেছে জন্মে, জন্ম থেকে মৃত্যু,
ফের মৃত্যুর সায়র বয়ে জীবন অবধি।
রমণী পেছনে তার, সে ফিরছে শব্দপাতহীন উৎস থেকে,
যেন সে বাঁশের পোয়া যেন শাল কোঁড়ের মাথায় রোদ প্রভাত বেলায়,
যা স্তন ধরেছে মাটি চিরে জাগা শস্পময় জ্যোতি,
যে ছিল সঙ্গিনী, আজ সে হলো অলোকদ্যুতি,
সমস্ত ব্রতের দীপারতি
দ্যাখো দ্যাখো কেমন করুণ মুখ অঙ্কুর বেরোলো বীজপত্র ছিঁড়ে
মাথায় সবুজ ওড়না, কপালে মাটির টিপ এঁকে।
মাটি নাকি দেহ থেকে উঠে আসে উদ্ভিদ ওষধিময় রস,
অন্নময় প্রাণ প্রতি কোষ থেকে উঠে যায় আকাশ ছোঁয়ার জন্ম শিখা।
যেন তা সবুজ এই তরুণী গ্রহটি, যার ধারণ ও প্রজননে
গোপনে মৃত্তিকা প্রসারণ।
সেই কোটি জিহ্বা দিয়ে এ জীবন চেটে নেয় দু'দণ্ড বয়স
ভিখারীর মতো বড়ো দুঃখী আহা,
বৃক্ষ বা মানুষ পশু চলে যায় ধূলিললাটিকা
রমণীর পায়ের নিকটে বসো, পায়ে রাখো ওষ্ঠ হে পুরুষ
উরুসন্ধি স্পর্শ করে হয়ে যেয়ো শস্যে উন্মোচন।

ভ্রমণ কাহিনী

হঠাৎ হলুদ মাঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বনপারে
এই পথ বড় জানাশোনা ছিল এই ডালপালা
বড়ো সতীর্থের মতো আঙুলে আঙুল বাঁধা ছিল

হঠাৎ হলুদ চাঁদ ঝাঁপিয়ে নেমেছে মাঠপারে
পাহাড়ের টিলার উপরে এক শবর বসেছে পা মুড়িয়ে
দু শিঙের মাঝখানে শাঁড়াশিতে গোল চাঁদখানি

হঠাৎ হলুদ মাঠ ভাসিয়ে নেমেছে গোল চাঁদ
বড়ো জানাশোনা পথে লুকোচুরি রূপা ও আঁধারে
পাহাড়ের টিলার উপরে শিঙ ফুঁড়ে ওঠে আকাশের নীল

দ্রুত জিপ ঝাঁপ দিলো মাঠ নাকি মৃত্যুময় চাঁদে।

ঈশ্বর স্তোত্র

হাওয়ায় সমুদ্রে সূর্যে বালুতে ঢেউয়ের কোটি দাঁতে
যে দেবতা, তাকে নমস্কার
হরিণীর অতি কাছে বাঘের কোমল পদপাতে
যে দেবতা, তাকে নমস্কার
ওহে পাতা ঝরা গাছ, তরুণী যুবকে বিষফুল
ফোটালে যে দেবতা, প্রণাম
পুরুষের মৃত্যু হয়ে কে সে অস্ত্র বেঁধানো আমূল
যে দেবতা নারীতে, প্রণাম
এতো ঠিক মন্ত্র নয়, উচ্চারণ তবু উঠে আসে
ভরে দেয় অবিশ্বাসী বুক
হাঁটু ভেঙে বসি, ও কে আমারি অলক্ষ্যে কেন হাসে
নশ্বর বাতাস ধোয় মুখ
তারায় ছটফট রাতে আকাশে সাষ্টাঙ্গে একা শুয়ে
মন্ত্রহীন কে ধূলিধূসর
নদীর বিপুল স্রোতে ঝড়ের আঙুলে কেনা ছুঁয়ে
কে ঈশ্বরী বুকে নিরীশ্বর
বায়ুতে সমুদ্রে সূর্যে শস্পে ওষধিতে বৃষ্টিপাতে
যে দেবতা তাকে নমস্কার
আগুনে অরণ্যে পশু পাখিতে নদীতে জ্যোৎস্নারাতে
কে দেবতা যাকে নমস্কার
তন্দ্রাজাগরণে এই আশরীর দুঃখের বিন্যাস
যে জাগালে, সে কোন ঈশ্বর
কোনো শুদ্ধিমন্ত্র নেই, ধ্যান নেই, না দীর্ঘনিশ্বাস,
কে আমার হে কোন ঈশ্বর ।

ফুল বলে

ওসব বড়ো শক্ত কথা, আমি তেমন শক্তো নই
হাওয়া আমাকে এঁটো করেছে, এঁটো করেছে হাজার জনা,
মন্দিরে আর পা দেবনা, বাইরে মাঠের ঘাসের শিকড়
আমায় বলে, পা পোষ হতেও নেই অধিকার, আবর্জনার ।
যারা হয়েছে উল্টোপাল্টা নানা ঋতুতে রঙবেরঙা
নানা সুরের কাঁদন গাওয়া পাখের পিঁঠে পোকার মতো
তারা বলছে মুকুট তারাই, বেশ রে মুকুট তোদের চড়ে
তোরাই না হয় পরিস পাগড়ি এক পরতে দশ পরতে ।
প্রথম যখন গরম গায়ে বৃষ্টি ছুঁলো, শিশির কৌটায়
আমি ভাবলুম আহ্লাদ-বা কার, আমার হলো সব নিকাশই
যারা আমাকে এঁটো করেছে সেই মেয়েদের বুকের খাঁজে
হাওয়ার মুখে আদর ছুঁয়ে, ডাকছি আয়রে সর্বনাশী ।

মূর্চ্ছা ভেঙে উঠে দেখি তুমিই পতাকা নিজে হয়ে
রয়ে গেছ আমার হাতেই, তুমি হে সুদূর-প্রহেলিকা গোধূলি বেলায়
ও আমার অন্তিম, আমার পাপ, বা কামনা, লোভের প্রশ্রয়ে
পোষা বাঘ, যে আমার রক্ত চাটে, আরো রক্ত চায়।
চোখ বুঁজে নতজানু বসি, এই বনবন, নিরাসক্ত উদাস হাওয়ায়
রক্তন ও বুনো আঠা পুড়তে থাকে মৃত্যু ও জীবনস্পন্দ মিশে বনময়
যে আমার নিজস্ব উত্থান, সেই বিষধূপ, দশদিকে ধোঁয়া হয়ে
অদৃশ্য নদীর ছন্দে স্নিগ্ধ হতে যায়

বলো, তুমি ভূখণ্ড
এইতো সময়
বলো, বনস্পতি নও
এইতো সময়
বলো, তুমি বিদায় বিদায়, তুমি দিন রাত্রি দণ্ড পলে

এইতো সময়

মাংস অস্থি ছুঁড়ে দিই হাওয়ায়, যা শিখার জিহ্বায় ওষ্ঠলেহ
আগুন, সে বহ্নিরঙ্গ, আন্তর শিরায় গিঁঠ বাঁধা থাকে
বুনোটে কেমন এক তাঁত।
আছি প্রণিপাতে, আছি না অশান্ত না বিষাদ
শুধু পড়ে থাকে এই আরণ্য মন্দিরে দণ্ডিকাটা
এক অগ্নিস্পর্শহীন শবদেহ
আর এই দুটি হাত, হাত দুটি, প্রসারিত করতলে
প্রস্রবণ হয়ে যায় যে আদি প্রভাত
আমাকে সে নিয়ে যায় বর্ষণ বেলার শেষে লাঙলের পিছে
বিপুল পৃথিবী যেন শয্যা হয়ে, অথবা রমণী
শুয়ে আছে, আর্দ্রতায় মাঠের ধমনী হয়ে রসশিরা নির্ঝরণে
আ আশ্রয়, উদ্ভিদ যা ওষধি আশ্লেষে মুক্তযোনি।

প্রভাতে সন্ধ্যায়

পশ্চিমের শেষ তারা ঝাঁপ দিল দিগন্তে ও-পারে
হাল্কা পায়ে হেঁটে এসে তাঁবুর পর্দায় রাঙা আঙুল রেখেছে
স্নিগ্ধ ভোর
মশালের দীপ্তি ম্লান হয়ে আসে, ঘোড়াগুলি দানা চিবোয়, আর
সহিস দাসের আলগা চাপড়ে থপথপ খুরে
ফুটে উঠেছে নাচের ঠমক

নিহত পুরুষদের বক্ষলগ্ন রমণীরা সারারাত্রি
শিবিরে সওয়ারদের আলিঙ্গনে ছিল
এখন সে বীরদের চোখ থেকে ঘুম যায় না
তবু শিঙা বেজে উঠলে সাজ চড়ায়, আলোচনা করে বলে
'ছাই থেকে কাঠকয়লার লাল একটু চোখ ঠারছে
যেতে যেতে কই যায়নি রাত...'

আরেক যুদ্ধের আগে সাজসজ্জা, কিরিট উল্লাস,
দাঁতের বঙ্কিমে ক্ষুধা শাদা নীল ইস্পাতে ঝকমক—
স্বয়ং যুদ্ধের দেবী লেলিহ জিহ্বায়
যেন তাঁর স্বাদ জানা
এখনো অ-ভস্মসাৎ জনপদ, গৃহস্থ বধূর জানু, শিশুর শিরদাঁড়া

কোন জন্মস্মৃতি এই প্রস্তুতির মধ্যে জেগে রয় ?
লুণ্ঠিত, শয্যায় দীর্ণ দাস-নারীদের আর্দ্র জরায়ু যেমন স্বাদ জানে ?
মৃত্তিকার পরমায়ু
আমাদের গৃহবাসী অস্তিত্বের হাসি অশ্রু সৃষ্টি স্থিতি লয় ?

সে কি পলি জমে ওঠা নদীর মৃত্যুর মতো ধীর বিষ
অথচ শ্যামল হয়ে ওঠা যার সাধারণ সারাৎসার কল্লোলে পবনে ?

শিবিরে সবাই তৈরি
হে লোহিত চক্ষু মার্স, নগর দুর্গের সামনে
সদ্য রৌদ্ররাঙা বর্ম চর্ম ভল্ল বল্লম ফিরিছে
ফেনাপুঞ্জ ধেয়ে চলে যাচ্ছে দ্রুত পাতাল টিলার কোলে
প্রবল গহ্বরে ঘূর্ণি, কোন অন্ধকার রসাতলে

শবাকীর্ণ মাঠে বীর মেদে উর্বরতা হবে জেনে
গর্ভে পা আঘাত দেয় অজাত শিশুর দল
স্বপ্ন দেখে শস্য ও লাঙলে ॥

প্রতিবিদায়

যেমন সূর্যাস্তে ভরা মাঠের শস্যের শিখা জ্বলে সূর্যময়,
অথচ কর্ষণ বীজবোনা ও নিড়ানো, চাওয়া ঋতুর বর্ষণ— এই সমস্ত জীবন,
কেমন যন্ত্রণা বিন্দু বিন্দু জমে শস্যকণা হয়,
          কেমন প্রশান্তি হয়ে ফলবান সফল সময়.
অথচ, বিগত দিনগুলি যেন উদাস হাওয়ায় বড় একা দীর্ঘশ্বাস
          যার রিমঝিম নূপুরই ধানবন।

আমি কি নদীর কাছে হাঁটু ভেঙে শুধাবো, কেমন
প্রাণদ প্রবাহে ছিলে বৃষ্টিবেলা?   শুধাব কি চূর্ণ শিলা কোমল পলির কাছে
কোন হিমবন্তে কবে ঘটেছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে অমোঘ অলোক সূর্যোদয়
আমি মানুষের কাছে শুনতে চাই মানুষের জীবন দর্শন ধ্যান, মনীষা, মনন,
—যা কেবল হয়ে ওঠা, আরো হয়ে ওঠা
মানুষই কেবল পূর্ণ হতে চায়, পূর্ণতর হয়

জীবন নিজেই এক শিলালিপি, গ্রন্থাগার,
          অথচ সমুদ্র হয়ে অস্তিত্বের উপল বেলায় ভেঙে যাওয়া,
যেমন না জানা কোনো অলক্ষ্যে চলেছে, রাতে শুনতে পাই সাঁই সাঁই
          ডানায় হংসবীথি যেন
          নক্ষত্র ও নীহারিকা
          বৃত্ত থেকে মুক্তির উজানে যায়
অদৃশ্য অপরিমিত সমুদ্র সদৃশ স্রোতে ঘিরে থাকে প্রাণময় গীতিময়
                                        ঝঞ্ঝাময় হাওয়া
—এরা বড়ো সাবলীল অথচ দুশ্চর হয়ে তপস্যা নিবিড়
          লোভ হিংসা দীনতার চরাচরে এরা বড়ো দ্বেষহীন
                                        অদুঃখ অশোক।

দিনযাপন

কর্নিকে কেমন চেঁছে সিমেন্ট মর্টার আর ইঁট গেঁথে যাওয়া।
কে জানে মানুষ নাকি এমনি ইঁট মশলা না কর্নিক,
হয় সে নিজেই মিস্ত্রি, না হয় সে সব কিছু, এই বালি ঐ মাটি
বৃষ্টি মেঘ অতর্কিত হাওয়া
এমন কি অন্ধকার অরণ্য বা জ্যোৎস্না বীজ বিদ্যুতে ঝিলিক।

রোজ রাগি সূর্য উঠে হুকুম শোনায়, আমি ত্রস্তে নামি মাঠে,
নুয়ে চারা বুনি, দিই আগাছা নিড়িয়ে, যাই বাঁক বয়ে
দূর গ্রামে হাটে।
পড়ন্ত বেলায় তারই কাঁধে হাত, বলি ওহে ও ভাই সূর্য হে
সকালে না হয় রাত জাগা জবা চোখে ছিলে, এসো ঘরে যাই,
আমারো রমণী আছে প্রতীক্ষায়, গায়ে তারো সন্ধ্যা তারা হয়ে
ঝিকমিক নীলায় চুমকি হাওয়া ঝাপটা দেয়, আমি সময়ের নেহাইতে
হাতুড়ি পেটাই আর প্রহর বানাই
সন্ধ্যাবেলা চোখে পড়ে উধাও উত্তাল এক ছায়াপথে লাঙলের বিঁধ,
রমণী ও প্রসন্নতা আমারো বুকের স্পন্দে
বৃষ্টিপাত পাতার মর্মর, দেখি
নক্ষত্র ও বীজপত্রে আকাশ ও মাটির উদ্ভিদ।

কেমন ইস্পাতে চাকা ঘুরে যায়, নাকি চাকা স্থির, শুধু যেন পথই চলে,
বুঝি সেই মানুষই ইস্পাত কিংবা চাকা, নাকি মানুষই ঈশ্বর হয়ে সব,
কেমন মাটির স্তনে ট্রাক্টারের ধারালো আঙুলে থাবা
পৃথিবী কেমন বড়ো আলস্যে ঘুমায় কাদা বীজ সেচ জলে
কৈলাসে পাথরে যেন শিল্প হয়ে ওঠে—যবে
বিবাহে চলিল বিলোচন

ভাঙা ঘর উল্টে দিয়ে চলে গেছে দুর্বিনীত বৈশাখে বাতাস
পুরুষ ধরেছে তার রহস্য আয়ুধ সেই লৌহবজ্র
কোদাল নিড়ানি কিংবা কাস্তের উল্লাস

কোথাও এখন বন্যা নেমে গেছে, মৃতদেহ ছেয়ে চরাচর,
কোথাও খরার শেষে মানুষের হাতে হাতে কর্কশ কল্পনা,
তবুতো মাটিতে বীজ, তবুতো পেশিই মুক্ত করে দেয়
বিদ্যুতের সূচিমুখে যন্ত্রের বর্বর—
এ জীবন রমণীর ওষ্ঠাধরে তরুণ দ্রাক্ষার গন্ধ
প্রবল আনন্দবহ শরীরে যন্ত্রণা

রোজ রাত্রি হলে আমি খুলে দিই নীল মাঠে আমার শস্যের সেই ঝুলি,
কেউ-বা নক্ষত্র বলে, কেউ-বা কবিতা
কেউ বলে স্বপ্নে দেখা নিখিল স্বদেশময়
মানুষের শ্রমে ফলবান হওয়া অপরূপ মধুময় ধূলি ।

জন্মভূমি

তোমার মুখে হাসি দেখব ভেবেছিলাম
না ঠিক নয় যেমন প্রথম বৃষ্টি পতন
যেমন থাকে ভরা নদীর পাশের জমি
কালচে ঘন ধানবীথিতে বিষণ্ণতা একা একার

তোমার মুখে হাসি দেখব ভেবেছিলাম
না ঠিক নয় যেমন ঝাউয়ে হাওয়ার ঠেলা
যেমন থাকে জ্যোৎস্নারাতে মগ্ন মাঠ
ঘন ছায়ার শাদা বিপুল বিষণ্ণতা একা একার

তোমার মুখে হাসি দেখব ভেবেছিলাম
যেমন করে শস্যদেহ মাটির তলে
খানিক ঢাকা খানিক জানা, প্রতীক্ষায় ঘন বনের
জলমাটিতে স্থির রয়েছে বিষণ্ণতা একা একার ॥

মৃত্যুর দক্ষিণ দরজা ও অন্যান্য

সে সব সহজ কথা

যে সব সহজ কথা ভাবা যায়, কেন যেন এখনো ভাবিনি
অথচ সহজ রীতিপ্রাপ্ততায় শব্দপ্রপাতের অবিরাম
মর্যাদাবিহীন ধ্বনি বিচ্ছুরণে আপাত বর্ণালি
কারো অঙ্গ স্পর্শ করে ঝরে যায়, কারো সঙ্গে একরাত্রি ঘুমায়

বড় সারল্যের জন্যে প্রতীক্ষায় এই নিত্য ঘর বার করা
শুধু সূর্য ওঠে ভোরে ঋতু ঘোরে ফুল ঝরে যায় ।

মৃত্যুর দক্ষিণ দরজা

মৃত্যুর দক্ষিণ দরজা ঘুরে এসে আবার তোমাকে ছুঁই
ফের ছুঁয়ে দেখি
কোন নদী শান্ত হয়ে কনুই-এর বাঁকে ঘুম যায়
এমন কি চোখের পাটকিলে মণি বেলা চারটে বাজলে হয়
বিকেলে সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষায় মেটেরঙা দিগন্ত
মৃত্যুর দক্ষিণ দরজা ঘুরে ফিরে আসি
সেই মাংসে হাড়ে হাত রেখে
বিছানার শুকনো কাদা সমর্পণে স্পন্দহীন চাদরের মতো আবীরে
ডুবে যাওয়া ভেসে ওঠা ছায়া ও আলোর জাফরি
এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা ধীরে সাঙ্গ করে
তুমি উঠে আসো বাঁচ , উরুসন্ধি উন্মত্ততায়,
যা যৌবন , যা পুরুষ,
রমণীর কবরী নিঃশ্বাসে, চাঁদে, রৌদ্র বৃষ্টিপাতে

জীবনমৃত্যুর মতো এমন সহজ সত্য ভাবতে ভালোবাসা যায়
তবু ভাবতে এখনো শিখিনি
কেবলই পাহাড় থেকে ছায়া ঘোরে পশ্চিমে ও পুবে
মানুষের ছায়া যেন ক্রমাগত দীর্ঘ হয়ে
আরো পুবে সন্ধ্যাতারা ছোঁয়

মৃত্যুর দক্ষিণ দরজা স্পর্শ করে তোমারই পায়ের কাছে বসি
সহজ কথাতো ঠিক বলা হয়নি, কেউ না বলেছে, বলতে পারে ?

যেন কেউ কোনোদিন

যেন কেউ কোনোদিন এই বিছানায় শুয়ে ভেবেছে গোলাপ
হে সুদূর ফুল, এই শাদা ঘরে ডেটলের অবরোধে
কেমন বুকের মধ্যে ঘুরে ফিরে যাও

সমস্ত রাত্রির নীল খচিত আকাশ এই জানালায়
নীরব একাকী
কখনো সমস্ত রাত্রি ঝড় এসে বিদ্যুতের চাবুকে আমাকে ছিঁড়ে
দেহের নৌকায় খোলে প্যালিসাঁডে দাস হতে বলে

কেউ এই বিছানায় শুয়ে জ্বরে প্রবল ভেষজ গন্ধে ভেবেছে গোলাপ ?

ওহে সহোদর মৃত্যু, ওহে বায়ুভূত নিরাশ্রয়

মাথার চূড়ায়

মাথার চূড়ায় বেলফুল নয়, শাদা শুকনো ধারালো রুমালে ইস্ত্রী
তবু, কেন মনে হলো সেই বেলফুল ?
বিবাহবাসরে নাকি রবীন্দ্র উৎসবে ছিলে, নাকি শুভ্র
বিষাদ প্রতিমা হয়ে রজনীগন্ধার সঙ্গে বিদায় বিদায়

জীবন মৃত্যুর পাঞ্জা পরীক্ষার ট্রফি-সিংহাসনগুলি, ছুঁয়ে না না ছুঁয়ে
নানা প্রহরের ঘন্টা শুনে হেঁটে যাও ব্যস্ত, একা
শিরার নিভৃতে সেই আদিম ঘাতক হয়ে নিবিড় ঘুমের পদপাতে ।
মাথার চূড়ায় ওতো বেলফুল নয়, তুমি ঋষি বালিকাও নও
কার শবাধার থেকে শেষ তপ্ত শ্বাসটুকু ত্রস্ত তুলে গুঁজে নাও
মৃত্যুর মতন কালোচুলে

সেই চাঁপা সেই বেলফুল ?

মাটির নিকটে

হঠাৎ কেমন যেন বুকের বাঁ-দিকে ব্যথা, বাঁ-হাতে কব্জিতে
ধারালো আগুন যেন দৌড়ে গেল, দিন গুনছি তাহলে, ডাক্তার,
দেহের ভেতরে ধ্বস নামাচ্ছে এমন বৃষ্টি, এরপর শীতে
কারো গোলায় ধান উঠবে, কাটা শিষ শুয়ে থাকবে ; কীটের আহার
হতে হতে মাটি হ'য়ে যাবে তাও, নাকি ভস্ম ; মনে হয় যেন মাটি মা-র
কোলের নিকটে যাচ্ছি, তারপর ফিরে আসব ওষধি সজ্জিতে
পুনরায় গমনাগমনে, যেন নদী নামছে ঢল,ঢল কখনো বন্যার
প্লাবন অবশ্য, কিন্তু পলি শুয়ে অপেক্ষায় বীজে বীজপত্র জন্ম দিতে।

মাটি, ঠিকই ঢের দুঃখ তোমাকে দিয়েছি, আমি যেমন দিয়েছি দুঃখ মা-কে
তখন বয়স কম ছিল বলে কেবলই আকাশ চাওয়া হয়েছিল
অলোককুসুম পাওয়া নেশা।
কেবলই প্রথম হ'তে এত ছুট ; এখন, কখন দেখি মুঠোবন্ধ আঙুলের ফাঁকে
জল ঝরে গেছে, দিন ঝরে গেছে ; যেন কার ভয়ে
চতুর্দিকে কানে বাজছে দুন্দুভি বৃংহণ হল্লা: হ্রেষা ;

কখন যে ধুলায় পড়েছে সেই প্রার্থিত মুকুট, তাকে পায়ে দ'লে
দীর্ঘ ক বছর
কেমন অন্ধের মতো ছড়ালাম দিগ্বিদিকে বিবস্ত্র শব্দের নগ্নদেহে
শুধু উচ্ছিষ্ট অক্ষর ॥

অনভ্যাস

অভ্যাসবশত দিন, অভ্যাসবশত রাত্রি কর্মসূচি অনুযায়ী কর্তব্যে সুস্থির
তবু ঝর্ণা নদী হয় না, বীজ বীজপত্র হয় না, চষা মাটিতে কামড়ায় না শিকড়
যুবকের হাঁটু ভেঙে বসা দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকা তরুণীরও,
আ নিয়তি, তোমার নিকটে তবে ফিরে আসছে অভ্যাসবশত আদি জড়

অথচ সবাই আছে এই বুকে—বৃক্ষগুলি বনগুলি, শিরস্ত্রাণ শস্পে যা নিবিড়,
তীরবিদ্ধ পাখি আছে, মৃত্যু চাওয়া ক্রৌঞ্চী আছে, জ্যা স্থবির ব্যাধও আছে
এমন কি স্বয়ং বাল্মীকি
এবং পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি হওয়া অনর্গল বওয়া আছে স্বনিপুণে
অভ্যাস অক্ষর
অর্থাৎ মৃত্তিকাময় প্রদর্শনী, স্টিল লাইফ, মেঘ বৃষ্টি রৌদ্র ঝিকিমিকি

তা হলে ধনুক থেকে ছিলা খুলি, তূণীর নামাই, আর কি হবে দ্বৈরথে,
জানি, এই মনে ছিল অফুরন্ত ফুলের আগুন,
দিগন্ত ধরে না তাকে, সমুদ্র ধরে না তার ফেণচূড় ঢেউয়ের উল্লাস,
কেবলই পাহাড়ে দেবদারু বীথি, বনে বনে মোথা থেকে পতাকা ওড়ায়
শিশু শাল
বুকে শ্বাস ঘন হয়,
যুবক তোমারি জন্যে মুখ ফিরিয়ে বসেছে তরুণী
আলোছায়া খেলছে রাজ-রাজেশ্বরী কোমল চিবুক,
বসো, হাঁটু ভেঙে বসো, বলো আছি অনভ্যাস, বলো আছি উদগ্র উন্মুখ,
যা কেবল সূর্য ওঠা সূর্য ডোবা অনুষঙ্গ নয়,
যা কখনো রৌদ্রে খাঁ খাঁ ফাটা মাঠে দৌড়ে আসা ঝড়,
ঝড়ে কাঁটার চাবুক,

তোমার শোণিতে আমি জন্ম চাইছি, দিতে চাই যে বিষাদ, যা ধরে না
স্বস্তি, কিংবা অভ্যাসবশত পাওয়া সুখ ॥

মানস মুকুলগুলি

হাওয়া নাক ঘষে শার্সিতে, আর
বাইরের মাঠের ফাঁকা—
চাঁদ গলে যায় অন্ধকার
গড়ায় ট্রেনের চাকা,
শীতের রাত্রি দূরে গ্রামগুলি
কালো মেটে কালো ঝোপ
বিন্দু ছিটোনো তাঁর লেখা তুলি
দুধারে কশার ঝোপ।

আর সে কামরার কোণে দরজায় পা ঘেঁসে বসে আছে
শতছিন্ন ধুতি মুড়ে এমন রাত্রির মতো অচেনা বালক,
সব থামা স্টেশনের সংখ্যাগুলি চেপে ধরা কোঁচড়ের কাছে
একটি পয়সা দুইটি পয়সা হয়ে রয় স্থির না অস্থির চন্দ্রালোক
কী স্টেশন, দরজা খুলে নেমে গেল স্টেশনে একাকী
বিদ্যুৎ নিঃসঙ্গ জ্বলে, চুপ শুয়ে প্ল্যাটফর্মের ঘাস

পায়ে পায়ে ঘসে চলেছে উটকো কাঁকর
অন্ধ বালক ভিখারী চলেছে একা,
হয়তো গলায় সুর যায় ফাটা গান
হয়তো স্টেশনে কথা ছিল কারো থাকার
কেউ নেই, যেন বিপুল রোদনে একা

ফাঁকা একটি হাতে এসে কথা বলে, কি দেবে সে হাতে,
ক্ষুধা অপমান, শুধু টিকে থাকা—অর্থাৎ জীবন ?
রমণী, তোমার ঠোঁটে মধু থাকে ? বুদুতে জড়িয়ে আছে মন ?
স্তনের সে কোন ছন্দ তন্দ্রা হয় চাঁদে, সে কী এখনি প্রতীক মধুমাস ?

পুরুষ, তোমার কাঁধে শিশু বসে, রুক্ষচুল জাপটিয়ে ধরেছে
মেলা দেখাবার জন্ম আলের সে কোন রেখা ধরে চলে যাবে, চলে যাও ?
সে কী নীলকণ্ঠ পাখী, কী দেখাবে
সে কী চষাক্ষেত, সে কী বন্দরে ক্রেনের জাল,
নাকি মোটরের দ্রুত আর পি এম-এ উদ্যত সুইচ—
তোমরা কারা এমন বিপুল ধূ-ধূ স্বদেশের বুক হতে
উঠে আসো, চলে যাও দূরঘ'ঞা হয়ে কোনো
জন্ম থেকে অন্ত জন্মে, জননে ও প্রজননে
পুরুষ রমণী, হে স্বদেশ

পায়ে ঘসে ঘসে চলেছে আকাশে চাঁদ
অন্ধ বালক অন্ধ অন্ধ অন্ধ
ভোর বেলা প্লাটফর্মে সে কচি গলায়
গান হবে রোদ, রোদ ঝরা এক স্বদেশ
অন্ধ তখন চলেছে আমার সূর্য
অন্ধ অন্ধ এখন আমার চাঁদ

কেবলই বয়স বাড়ে, কেবলই বয়স বাড়ে আর,
নদীতে কখনো ঢল, কখনো মাঠের শুখা, খরা,
ঋতু আবর্তন ঋতু পরিবর্তনের দায়ে যায় দেশান্তরী পাখী,
ফাটা হাত খরার মাঠের মতো গায়ক বালক
ম্লান গলা গান ধরে নিঠুর গরজি, ওরে নিঠুর গরজি

ওহে পুরুষ-রমণী ওহে স্বদেশ স্বদেশ, ইতিহাস

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে ॥

সংশয়

চোখের সম্মুখে তুমি আ সংশয়
অস্পষ্ট কুয়াশা হয়ে ঘনত্বে পা দাও
মাঠ বন পায়ে চলা পথ
বুকের মধ্যের মরু, লবণ, পর্বত
বা মনের আকাশ উধাও
এমন অস্পষ্ট হয়ে কেমন অস্বচ্ছ সব মুখ
জ্যোৎস্নায় নদীর ডাকে ডাকে জল
হঠাৎ ডানার ঝটপটে দ্রুত উচ্ছ্বসিত হাসি
অদূর দৃশ্যের কোলে নদীর চিবুক, প্রেম-বা প্রণয়
অদৃশ্য ঢেউয়ের দাঁতে নৌকা যায় বয়স সময়
সব কিছু, সব স্মৃতি
প্রীতি ও নিভৃতি
কেমন নিশ্চিত লক্ষ্যে ঘিরে ধরো, দুঃসাহস,
ধীর পায়ে, গেরিলা সংশয়
টুপটাপ কোথায় যেন জল ঝরছে ঝর্ণা না শিশির
খসখস কোথায় যেন পাতা নড়ছে, হাওয়ায় শিরশির
মাঠ থেকে তুলে নিই
মটর ফুলের নীলে শত রজনীর অশ্রু দিনযাত্রা সর্ষের হলুদ
বলি, ওহে জীবন জীবন এ রেটিনা এ অক্ষিকোটর
দূরের নক্ষত্ররাজে চিবচিব ঢিবঢিব এই বুকের মোটর
কোন রশ্মিগুলি ঘিরে এরা আছো অর্বুদ আয়ুষ
কেন দিনগুলি বৃষ্টি, রৌদ্রপাত, রাত্রিগুলি ঝড়, না নির্ঝর।
চতুর্দিকে মানুষের মুখ, স্মৃতি
সুখ দুঃখ পাতা ঝরছে, বৃষ্টি ঝরছে টুপটাপ টিপটিপ
কে জানে, সংশয়, কেন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য এনে
ছেঁড়া ঝুলি বিদীর্ণ পকেটে তুলে নিয়ে যেতে বলো,
ত্রিকাল ত্রিদিব।

উদ্ভিদ

মানুষ এখানে ছিল ?   ঘর ছিল ?   এবং সংসার ?
হতাকার ইট কাঠ, আহ্লাদী পুতুল পড়ে আছে।
কে এখানে এসেছিল, কারা ছিল, নোলক-ঘুনসির শিশু,
পাছ-কোমর গিন্নি বউ, কাঁধে গামছা স্বামী

কেউ কি আদর করে খাওয়াবে-খোয়াবে ও-পুতুল
বিক্রিঅলা বস্তাবন্দী নিয়ে যাবে অজানা গুদামে,
পুতুল হহাত মেলা, মাটির পুতুল
ওহে মাঠের পুতুল
কোন শস্যস্থান থেকে উঠে আসো বয়স্কের বুকে
যেখানে কেবল ঋতু আবার ঋতুর কথা বলে
যেখানে কেবল ফুল ফল হয়ে পুনরায় ফুল ?

মানুষ এখানে ছিল ?   এবং সংসারও ছিল ?   এমন-কি তৈজস ?
হাত বাড়িয়ে অতি ধীরে সসাগরা পৃথিবীতে উঠে আসছে
ধীরে সন্তর্পণে ঋতু
বীজাঙ্ক উদ্ভিদ।

কবির বিষয়

দ্যাখো, এই মাটি। বৃষ্টি কেমন ছুঁয়েছে তার অংশ,
এই শুষ্ক ফুল, এই পাঁক, এই ধুলো কৃমি কীট—
জলে বাঁচে, বেঁচে ওঠে, কেউ জানে কী করে আকাশ
ধূম জ্যোতি সলিল মরুতময়ী বুকের সাঁড়াশে বাঁধা পিণ্ড
ক্রমে খুলে ধরে, যাকে প্রাণ বলে? তার কাছে আসে?
এমন কি প্রাণ নয়, প্রাণের প্রতীক কিংবা বিপ্রতীপ, তাও
স্পর্শ করে, মুক্ত করে, মৌলিক সত্তার ঘাসে ঘাসে
হঠাৎ সবুজ এই গ্রহের বিপুলে হয় উল্লাসে উধাও।

শিল্প কি বৃষ্টির মতো? কবিতা কি ঘন ধারাপাতে
বুকে যা মনীষা কিংবা অমনীষা ঘুম যায়, তাকে
ছুঁয়ে অস্তি আশ্চর্য সুবাসে করে মুগ্ধ চরাচর?

দ্যাখো এই দুঃখ, এই সুখ, কবি ধূলিম্লান হাতে
নিয়ত বহন করে, কিন্তু কোন জন্ম যন্ত্রণাকে
অক্লেশে অস্তিত্বে সয়, যেমন আকাশে মেঘ, ঝড়।

বকুল পারুল

সব দায় নিয়ে বন্দী হয়ে আছি দীর্ঘবেলা একা
মানুষের দেহ নাকি বকুল পারুল, তারা ছুঁয়ে লুটে থাকে,
কেউ হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দ্যাখে, কেউ গন্ধ শোঁকে
কেউ পায়ে দুমড়ে যায়, আর

এসো বৃষ্টি বাক্য উন্মোচন কোরে, বৃষ্টি এসো, এসে ধরো এ শরীর
দ্যাখো মাটি বিষ, রক্ত চাখো

ভয় কাঁপে হাল্কা ছোঁয়া, দয়া অর্থহীন কাজে অতি জানা বঞ্চনার মতো
সুখহীন, প্রসব প্রত্যাশাহীন, তমসা বাঁধিত মুখে খাঁ খাঁ
কার কাছাকাছি যাও, কার কাছে, তারো দেহ অস্নাত
সে কতদিন অভুক্ত, পানীয় হীন, যৌবন বিহীন কালিমাখা
কাদের সম্মুখে ছিলে দিগম্বরী, ঝড় সমাপনে
ছিঁড়ে ফালা ফালা ঝুলছে রোদে জলা জলে সাঁতাপাগা
ওকী শরীর না রাষ্ট্রীয় পতাকা

দয়াহীন বঞ্চনার স্রোতাদাম আমাকে তখন
কেউ হাতে তুলে নেয়, কেউ দাঁতে, কেউ বা পকেটে
কেউ মনে করে এই রক্তমাংসমায়ামজ্জাবাহী এ শরীর গূঢ় বন
কাঁটালতা, বিষফুলে বড়ই উজ্জ্বল, কিন্তু
ঊষা এসে আলতো ছুঁলে স্তবক বিকচ হয়
কোথাও খাদের মধ্যে কাঁটা মনসা ফণায় হঠাৎ ফিনকি নীল

মাছি ও ইঁদুর এসে বড়োই রহস্য করে চৌদিক হাততালি হয়ে নাচে
বন্দী হয়ে থাকি এই ফুল ও জঞ্জালে মিশে
কখনো উড়ন্ত লাল গাছে, কিংবা ধুলার কানাচে ॥

চিত্রকলা

১

ঝড়ের মেঘে কেশর ফোলা সিংহ
এসব দেখতে দেখতে বেলা হলো :
এখন আমার ঘরে ফেরার সময়
মেঘ, আকাশের নীল দরজা খোলো।
দরজা খোলো, কেশর ফোলা সিংহ
একেক আঁচড় গভীর কপাল গালে
মেঘ, আকাশের ধারালো বিদ্যুতে
কিসের এ-চাষ ফালে, বয়স কালে,
দরজা খোলো, নৌকা ফিরছে ঘাটে
হাওয়া পড়ছে পালে, ও মেঘ, হালে
এখন মুক্তি ফেনায় ফেনায় ফাটে।

২

ডবল ডেকার
বি. টি. রোড বেয়ে যেই দ্রুত ভেসে গেল
পোড়া ডিজেলের ভাপে চুল শুকায়
বয়সে কিশোরী, রাজার ঝিয়ারি,
দ্বীপে একা ॥

৩

কী কী চাই, অর্থাৎ যেমন ..
জলের কুঁজো, সুটকেস, সাবান, টুথব্রাশ
এবং ক-প্যাক সিগারেট
আর কী চাই—
চিত্রগুপ্ত, পৃথিবীতে জন্ম নিতে
আর কী কী সঙ্গে নিতে হয় ?

৪

ঘোমটা খোলো ঘোমটা তোলো
দেখতে চাই মদির শরীর
নদীর অস্থির গ্রীবা
ভাঁজে ভাঁজে খুলে যাওয়া বিছানায় নক্সিকাঁথা
হে শ্যামল, শনের শন্ শন্ শাদা, ধান ক্ষেত, বন

সে আমার ফুল, আমি পিষ্ট করি এবং ফোটাই
সে আমার মূল, আমি আবার ঘুমাতে চাই
সে আমার হৃদয় যকৃতে পাপড়ি
এবং ঈশ্বরী ॥

৫

দুঃসময়ের দাঁতে অধিরাজ মহারাজ মত রথী
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ
বন্ধুদের শ্বাস হু হু উড়ে যায় এক জন্মের ক্ষতি
রক্তরণিত শুধু
মুহূর্তগুলি ক্রমে গেঁথে তোলে দিন-বছরের মালা
নরমুণ্ডের গিঁট
শবদেহগুলি প্রাকার হয়া নীচা ও মধার পালায়
সুচারু সাজানো ইঁট
কি এমন ভালোবাসার হরফে নাম লেখা নাম মোছা
সেতো ধুয়ে দেয় জল
ঘন অক্ষর শ্রাবণে জীবন নীল আকাশেরও বোঝা
আনত চোখের তল
আমি পিঠ থেকে গাঁটরি নামাই ক্ষীণ নদীটির ধারে
দূরে আবছায়া গ্রাম
সারা দিন গেল পা রেখে পা রেখে খড়্গ তীক্ষ্ণধারে
আ আমার বিশ্রাম ॥

অসুস্থতা

অসুস্থতা, ঘন বনে বৃষ্টি পড়ে, অরণ্য ঘনালো ঘনমেঘ,
কী সবুজ কী কোমল, অথচ হিংস্র তীক্ষ্ণ লেলিহান পাতায় উদ্যত,
চিত্র পরম্পরা বয়ে বৃষ্টি পড়ে—ধরে আসে ক্রমে বৃষ্টিবেগ
নদী ও নির্ঝরে, একা অরণ্য আয়নায় মুখ দেখে না আকুল, বড়ো একা,
অসুস্থতা শরীরের বিপুল জটিল সূক্ষ্ম শিরার জঙ্গলে রয় নির্জনে গহনে,
মাতাল নৌকার মত ঢেউয়ের গড়ানে যায় মাঝিহীন চলাচল হয়
খর দ্রুত স্রোতোপথে বহে যায় কী রহস্যচ্ছটা অর্ধঘুমজাগরণে
সে কী শুধু শ্রান্তি, শুধু রক্তের প্রহারে দুঃসময় !

যেন বুক, নাকি মৃত্তিকার তলে, ঢের নিচে অধঃলোকে যেখানে
ঘুমায় প্রাণবীজ
চলে যায় ধীর পায়ে সেখানে জীবন ?
যেন ঊর্ধ্বে উঠে যায়, ঢের ঊর্ধ্বে, যেখানে সমস্ত গাছ
ওষধি বা বনস্পতি
মাথা তুলে যেতে চায়, সেখানে কী ঘনায় আষাঢ় ?
না কেবল অস্তিত্ব অস্থির হয়ে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গে ধীরে শুকায় প্রপাত ?

অসুস্থতা ঘন বনে, নাকি শিরাপুঞ্জ বৃষ্টি বহে আনে বুকভারি
মেঘে কোনো বীজ, বীজপত্রের ভুবন ?
অসুস্থতা প্রতি কোষে কষায় ক্ষরণ, প্রতি উপল পেশীতে ঠিকরে
আছড়ে পড়ে উত্তাপে উৎসার

কোনো বেদনার মধ্যে, অরণ্যের সুঁড়ি পথে ত্রস্ত পা হরিণী, নাকি
করুণ শুশ্রূষা নয় বেনবা প্রকৃতি নিজে
মানুষীর বড়ো স্নিগ্ধহাত ।

দিন ও রাত্রির মধ্যে

দিন ও রাত্রির মধ্যে যেন ঘর ভিতর বাহির অন্তরাল
    দিনগুলি বাইরে না ভেতরে
    রাত্রিগুলি কার ঘরে কাদের দাওয়ায় খেলা করে
        • কখনো জলজল সন্ধ্যা বিষণ্ণ প্রদোষ
        জলজল যা উষা কিংবা মলিন সকাল

মনে মনে পার হই বয়স ও আয়ু
পার হই চমকে দেখা কেমন নদীর বুকে
        ধু ধু চাঁদে
        ফাঁক ঢা হা মাঠ
বুকের ভেতরে অন্ধ নদীকে মোচড়ায়,
মনে পড়ে মধ্যদিনে উথাল পাতাল শালবনে পাগলা হাওয়া
        সারাবেলা শোঁ-শোঁ খেলা খেলা
জানলাগুলি খটফটায় পর্দা আলুথালু ওড়ে দরজা খুলে হাট

এরা সবই আছে থাকে রবে
প্রেমিক যেমন মুখচোরা থাকে দশজনের ভিড়ে

বুকের ভেতরে রক্ত জলাৎ বুঝতে পারি যুবতীরও আমি
        ফুলেরও নির্জনে একা ঝরে পড়া জানি
        পাখিদের খাঁচায় না বাঁচতে চাওয়া আত্মসম্মানের দিশা বুঝি
অথচ আমাকে বহে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বশ্বাস দিন
        যৌন নগ্ন দিন
        কিংবা দিন যা শুধু একার
    যেন তারা দিগ্বিদিক দোপাটি ফলের বিস্ফোরণে
        ভাঁটি ও গোলাপে একাকার

চোখ বুঁজে দেখতে পাই ভেজা ঘাসে কুয়াসার ভোরে
বন সরে পা ফেলে পা ফেলে সূর্য ওঠে
কোমল রোদ্দুর এসে
কখন গাছের বাঁকা কোমরে পরাবে ডুরে শাড়ি
কোন দিনের চন্দ্রকে ক-ফোঁটা জলের পরিমাপ
শুষে নেয় সময়ের মাটি
ছবি হয়ে ওঠে পথচলা লোক লম্বা রাস্তা ঘাস ঘরবাড়ি
হঠাৎ স্বদেশ যেন বলে ওঠে
ভালোবাসা
সন্ধ্যা হলে ঘরণী ও ঘরে ফিরে আসা

কলকাতায় পূর্বপুরুষের গাছ বোধ
দিনগুলি তুলে আনি অক্ষ হাসি আশা না ভালোবাসা নাকি
বুকের ভেতরেই কয় ঘাঁটি

কপালে মাটির ছাপ ধর্মনিরস্থান
যেখানে পা সেখানে স্বদেশ
মাটি আর মাটি
স্মৃতিগুলি বুকের ভেতরে জীতি ঝড়ের প্রদীপ
শেষ মুক্ত ঘাঁটি ।

বিদ্যুতের ঘোড়া

বিদ্যুতে বিবেক খেলা করে

চমকে ওঠে অস্তিত্ব বিশ্বাস আশা সুখ

কেবল বাতাস ডাল দুলিয়ে নুইয়ে চলে যায়

কেবল বৃষ্টির ঝাপটা পাতাগুলি ধুইয়ে দলে যায়

বিদ্যুৎ আকাশে ঠারে ঠোরে

ঘোরাঘুরি লোফালুফি খেলে

এবং বিবেকে খেলা করে

নির্বাণ

নিজের সঙ্গে একা ঘরে ঢের কথা বলে সুরুবাক

ঈশ্বর

বুকের মধ্যে ধূপ ফুল গন্ধসারে প্রস্তর প্রতিমা

আয়ু

হাওয়া-রোদ পাতা দুপুরে যেমন চলো চলো

কেবল বিদ্যুৎ দেয় চাবুকে শুইয়ে দিনগুলি

মেঘের শিকলবেড়ি খসে যায়

আংটাগুলি ঝরে যায় বড় বড় ফোঁটায় ঝঞ্ঝনা বৃষ্টিপাত

জানলাগুলি হঠাৎ উল্লাসে হাট পুনরায় বন্ধ হয় দ্রুত

বুকের আলোকচিত্রে মুহূর্ত মনের অন্ধঘরে

ছবিগুলি না ফোটা আলস্যে ঘুম যায়

তারপর দিনগুলি সিংহের কেশর রাত্রিগুলি বাঘের হাঁকার

এবং মুহূর্তগুলি কুমীরের লেজের ঝাপট

পলকা কাটা ঘুড়ি যেন উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে দ্রুত দ্রুত

দিনগুলি রাত্রিগুলি আয়ু

ভালোবাসা খ্যাতি ও উচ্চাশা

সম্মান রূপা ও রমণীরা ঝরছে ছেঁড়াপাতা বুড়ো লালপাতা

বিদ্যুৎ এমনি করে বিবেক নাচায়।

আমার নিয়তি এই

আমার নিয়তি এই, না জয় না পরাজয়, সন্ধি নয়, শেষ শহীদান,
যে ছিল স্বজন হয় পরজন, শুধু একাকীত্বই থাকে বাকি পথ হাঁটা,
এমন গভীর রাতে সতর্ক প্রহরা জ্বলছে সপ্রশ্ন চাঁদের চোখে
তের বোম জল সয়ে সাবেকি বুরুজে তাঁবু তারার ছেঁদায় ফুটোফাটা।
ট্রাপিজের রিং ক্রমে আরো উঁচু, গুরুতর হৃদপিণ্ডে তাল,
দর্শকবিহীন মঞ্চে সারি সারি মৃত চোখে জীবিতের প্রতি আক্রমণ—
অলক্ষ্যে শীতল রক্ত তরাসে শাণিত রাখে বিজয়ীর জন্য জয়চ্ছত্র ও পতাকা,
কেবলই স্বজন দূর পরজন হয়ে ওঠে
এবং মৃতের কাছে পরজন হয়ে ওঠে আত্মাহীন বুকের স্বজন।

হে মৃতরা, তোমাদের জীবন যাপন তের মধ্যরাতে কবরখানায় শুয়ে থাকা,
কী দেখছো অমন সাদা পাথুরে শরীর স্তনে রাতের শিশিরে, সে কী প্রাণ?
হে মৃতরা, তোমাদের জীবনধারণ শুধু কফিনে যা কারুকাজ আঁকা
কী দেখছো অমন সাদা স্মৃতিফলকের ফুলে, গোলাপ ও গানে?
তা হলে বিদায়, যাই স্থবির পলিত এই টিলা থেকে মাটির ভুবনে
আঁশে আঁশে মাটি ডাক খুলে ধরে
এসো হে উদ্ভিদবীজ, এসো বীজপত্রে মেলো ডানা
সসাগরা পৃথিবীর শেষ রূপ এই নাও অঞ্জলিআপ্লুত শহীদান,
এই দেহ পেতে দিই, ওঠো গুল্ম, ওঠো তৃণ, শস্য ও ওষধি
ওঠো, জ্বলো, সবুজ চিতায় লেলিহান

ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত ঐ দেবদারু, ধাপে ধাপে সবুজ সমুদ্র ওঠে পাহাড়ের ঢালে
কেবলই ধ্বনির ছন্দে হাওয়ায় মাতাল শালবীথি
বন্যা বেয়ে আসে ঘাস পায়ের পাতায়, গুল্ম জঙ্ঘায় কটিতে,
ডুবে যাই আশরীর সবুজ সমুদ্রে, যা উদ্ভিদগন্ধে অন্ধ আশ্লেষ প্রকৃতি

আমার নিয়তি এই, না জয় না পরাজয়, সন্ধি নয়, শুধু শহীদান।